NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থেক আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ‘চোর ভাইপোকে নন্দীগ্রামে দাঁড় করান, হারাব’, চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

আজ কলকাতায় আসছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ২

কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৫ ১৬ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.11.2025, Vol.19, Issue No. 142, 8 Pages, Price 3.00

জগজ্জয়িনী ভারতদুহিতা

শেফালির সৌরভে বিশ্বজয়ের দীপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের দুঃখ, ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডের কাছে ফাইনালে পরাজয়ের বেদনা;এই সব ব্যর্থতা যেন নতুন করে প্রেরণা হয়ে ফিরে এসেছিল হরমনপ্রীত কৌরদের মধ্যে। অবশেষে সেই সমস্ত ‘হয়নি’র গল্পের সমাপ্তি ঘটল ২০২৫ সালের ২ নভেম্বর, নবি মুম্বইয়ের ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতল ভারত। ভারতীয় ক্রিকেটে যুক্ত হল এক নতুন ইতিহাস;‘উইমেন ইন ব্লু’র বিশ্বজয়ের অধ্যায়।

মুম্বই, যাকে বলা হয় মায়ানগরী;যেখানে স্বপ্ন বাস্তব হয়। ২০১১ সালে এই শহরেই পুরুষ দলের হাতে উঠেছিল বিশ্বকাপ। কিন্তু ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে পুরুষ দলের বিশ্বকাপ ফাইনালের ব্যর্থতা দেশবাসীকে কাঁটার মতো বিঁধেছিল। সেই আঘাতের বদলা যেন এদিন নিলেন ভারতীয় মেয়েরা। প্রতিটি ব্যর্থতার মতোই এই জয়ও প্রমাণ করল;হার মানা মানসিকতা নয়, জেদই সাফল্যের চাবিকাঠি।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলফার্ট টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান। বৃষ্টিভেজা মুম্বইয়ের আর্দ্র আবহাওয়ায় ইনিংস শুরু করেন স্মৃতি মন্ধানা ও শেফালি বর্মা। শুরুটা ধীর হলেও, ধীরে ধীরে রানের গতি বাড়িয়ে ১৮ ওভারের মধ্যেই গড়ে তোলেন শতরানের পার্টনারশিপ। কিন্তু সেই ছন্দেই আসে ধাক্কা;৪৫ রানে ক্লোয়ি ট্রায়নের বলে উইকেট হারান স্মৃতি। এরপরও শেফালি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাট চালিয়ে যান। মাঝপথে একবার জীবনদান পেলেও তাঁর ৭৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস ভারতকে দৃঢ় ভিত্তি দেয়। চোট নিয়েও এমন ইনিংস রীতিমতো অনন্য। যদিও সেঞ্চুরির সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় খানিক আফসোস রয়ে যায়।

ভারতের ইনিংস শেষ হওয়ার পর শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার জবাবি লড়াই। ওপেনার তাজমিন ব্রিটস রানআউট হয়ে ফেরেন মাত্র ২৩ রানে, আনেকে বশ শূন্য হাতে ফেরেন শ্রী চরণীর বলে। তবুও লরা উলফার্টের ব্যাট ছিল অটল। একদিকে তিনি সুনে লুসকে সঙ্গে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হরমনপ্রীত তখন বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বোলিংয়ে আনেন শেফালিকে। ব্যাট হাতে নায়কোচিত ইনিংস খেলা শেফালি বল হাতে পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে ম্যাচে ফেরান ভারতকে। তবুও বিপদ পুরো কাটেনি। রাধা যাদবের এক ওভারে ওঠে ১৭ রান। ডের্কসেন ঝড় তুলে দেয় ম্যাচের গতি পাল্টে দেওয়ার ইঙ্গিত। অন্যদিকে লরা উলফার্ট তুলে নেন তাঁর সেঞ্চুরি। তখনই যেন মনে হচ্ছিল, ম্যাচ হাতছাড়া হতে পারে। কিন্তু ভাগ্য তখন ভারতের পক্ষে। দীপ্তি শর্মা এক দারুণ স্পেলে ফিরিয়ে দেন ডের্কসেনকে। আর লরার আকাশে তোলা শটে অমনজ্যোত এক হাতে ধরলেন বল; তৃতীয় প্রচেষ্টায়। যেন গোটা ভারতবর্ষের স্বপ্ন মুঠোয় বন্দি হল তাঁর হাতে।

শেষ পর্যন্ত দীপ্তির ৫ উইকেট, শেফালির ঝলমলে ইনিংস ও হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভারত ৫২ রানে জিতে নেয় বিশ্বকাপ। এই জয় শুধু ট্রফি জয়ের নয়;এটি এক প্রতিজ্ঞার পরিণতি, এক অসম্পূর্ণ গল্পের পূর্ণতা। ২০০৫ বা ২০১৭-র ব্যর্থতা আজ ইতিহাস। ২০২৫ সালের নভেম্বরের এই রাতটা ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে;যেদিন হরমনপ্রীতদের নেতৃত্বে ‘উইমেন ইন ব্লু’ সত্যিই হয়ে উঠল বিশ্বজয়ী।

ভোট-বিহারে পুকুরে রাহুল

পাটনা, ২ নভেম্বর: বিহারে নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে চেনা ছকের বাইরে ফের একবার নতুন রূপে ধরা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। নৌকোবিলাসের মাঝেই সকলকে চমকে দিয়ে ঝাঁপ দিলেন পুকুরে। ধরলেন মাছও। তাঁর দেখাদেখি জলে ঝাঁপ দেন বাকিরাও।

বিহারে এবার ৬১ আসনে লড়ছে কংগ্রেস। সব মিলিয়ে বামেরা লড়ছে ৩০ আসনে। অন্যদিকে মাত্র ১৫ আসনে লড়া ভিআইপি প্রধান পুকুরে মাছ ধরা চলছে দেখে নেমে পড়েন রাহুল। নৌকোয় উঠে দেখতে থাকেন মাছধরা পর্ব। এই পর্যায়েই একসময় নৌকো থেকে লাফিয়ে জলে নেমে পড়েন তিনি। তাঁর দেখাদেখি জলে নামেন মুকেশ সাহানি, কানহাইয়া কুমাররা। এই কাণ্ড দেখে পুকুরে ঝাঁপ দেন রাহুলের নিরাপত্তারক্ষীরাও। স্থানীয়দের সঙ্গে ভিড়ে জাল টেনে ডাঙায় তোলা হয়। রাহুলও হাত লাগান সেই কাজে। সকলের সঙ্গে মিলে মাছ কুড়োতেও দেখা যায় রাহুল কানহাইয়াদের।

বেগুসরাইয়ে জেলেদের সাথে পুকুরে রাহুল গান্ধি।

মুকেশ সাহানিকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছে বিরোধী জোট। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের হাতে মোটামুটি ৩০ শতাংশ ভোট রয়েছে। কিন্তু বিহার দখল করতে গেলে আরও একটি জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রয়োজন। সেজন্যই মুকেশ সাহানিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন রাহুলরা। বেগুসরাইয়েও চলছে জাতপাতের ভোটের অঙ্ক। একটা সময়ে এনডিএতে থাকা মুকেশকে সঙ্গে নিয়েই বিহারের ঘোলা জলে ঝাঁপ দিলেন রাহুল।

রবিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহাজোটের উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ মুকেশ সাহানি, কানহাইয়া কুমারের মতো নেতৃত্বরা। প্রচারের মাঝেই রাস্তার পাশে এক রাহুলের সেই ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

এদিকে ভোটপ্রচারে রাহুলের এই মাঝধরা দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নেটিজেনরা। একজন লিখেছেন, ‘এখানে মাছধরা কম, বরং রাজনীতি বেশি।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘এই নাটক ভোট বাক্সে খুব একটা কাজে আসবে না।’ এদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিহার রাজনীতিতে আসলে জাতপাতের রাজনীতির ঘোলাজলে মাছ ধরছেন রাহুল।

ভোটমুখী বিহারে বেগুসরাইয়ে নির্বাচনী সভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি রাহুল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেন না।

ইন্ডিকে তিরে সিঁদুরে মোদী

বিহারের আরায় বিজেপির সভাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পাটনা, ২ নভেম্বর: অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্বে গর্বিত গোটা দেশ, কিন্তু কংগ্রেস এবং তাদের জোটসঙ্গী রাষ্ট্রীয় জনতা দলের এই সাফল্য পছন্দ হয়নি। বিহারে ভোটের প্রচারে গিয়ে এই ভাষাতেই কংগ্রেস ও আরজেডিকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন বিহারের আরায় ছিল বিজেপির সভা। বিরোধী জোটের আসনরফা নিয়ে দ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মোদী। তিনি বলেন, ‘এনডিএ জোট যখন বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়েছে, অন্যদিকে তখন কংগ্রেস এবং আরজেডি হাতাহাতি করছে।’ ‘ভিতরের গল্প’ শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, ‘মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমার একদিন আগে বিহারে বন্ধ দরজার আড়ালে গুন্ডামির খেলা চলছিল। আরজেডি কোনও নেতাকেই জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে চায়নি কংগ্রেস, কিন্তু আরজেডিও এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তারা মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে।’

মোদীর বক্তব্য, যারা একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তাদের দ্বারা বিহারের উন্নয়নের জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর আরও দাবি, লালুপ্রসাদ যাদবের আমলের ‘জঙ্গলরাজ’ থেকে বিহার মুক্ত হয়েছে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ জোটের আমলে। তিনি আরও বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষাকর্তা কংগ্রেস-আরজেডি। মোদীর গ্যারান্টি, ‘একমাত্র এনডিএ-ই বিহারে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান আনার ক্ষমতা রাখে।’

এদিন ফের গান্ধি পরিবারকে আক্রমণ করেন মোদী। তিনি বলেন, ‘বোমা পড়েছিল পাকিস্তানে, ঘুম ছুটেছিল কংগ্রেস রাজপরিবারের। পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের নামদাররা এখনও অপারেশন সিঁদুরের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি।’

পিকের কর্মী খুনে ধৃত জেডিইউ প্রার্থী

পাটনা, ২ নভেম্বর: বিহারের জেডিইউ প্রার্থী অনন্ত সিংকে ভোটের পাঁচ দিন আগে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টির কর্মী ৭৫ বছর বয়সি দুলারচাঁদ যাদবকে খুন করেছেন তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা। শনিবার রাত ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ অনন্ত এবং তাঁর দু’জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই সাংবাদিক বৈঠক করে সে খবর জানান এসএসপি কার্তিকেয় কে শর্মা। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনাস্থলে এই তিন জন উপস্থিত ছিলেন। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

ধৃত জেডিইউ প্রার্থী অনন্ত সিং।

এসএসপি বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত আমরা যা তথ্য-প্রমাণ পেয়েছি, তার ভিত্তিতে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা একটি ভিডিয়ো ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ করেছি। অনন্ত সিং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই প্রধান অভিযুক্ত।’ তদন্তের জন্য সিআইডি-র বিশেষ দল গঠন করেছে বিহার পুলিশ। অনন্ত ছাড়া বাকি দুই ধৃত হলেন মণিকান্ত ঠাকুর এবং রঞ্জিৎ রাম। ঘটনায় তাঁদের মধ্যে কার কী ভূমিকা ছিল, কে গুলি চালিয়েছিলেন, গাড়িটি কে চালাচ্ছিলেন, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দুলারের মৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত মোট ছ’টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাতে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে অনন্তের নাম রয়েছে। তিনি মোকামা বিধানসভা কেন্দ্রের চার বারের বিধায়ক। ২০২২ সালে অস্ত্র সংক্রান্ত একটি মামলায় নাম জড়ানোয় বিধায়ক পদ হারান অনন্ত। তার পর ওই কেন্দ্র থেকে জেতেন তাঁর স্ত্রী নীলম দেবী। ২০২৫ সালের ভোটে আবার জেডিইউয়ের টিকিট পেয়েছেন। অভিযোগ, পিকের দলের প্রার্থীকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালিয়েছিলেন অনন্তই। পরে তাঁর দলের কর্মীরা বৃদ্ধকে মারধর করেন। শেষে গাড়ি চাপা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়।

দুলারের নাতি নীরজ কুমার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশের এফআইআর-এ বলা হয়েছে, অনন্তের গুলি দুলারের পায়ের গোড়ালিতে লেগেছিল। তিনি পড়ে গেলে লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয় বৃদ্ধকে। তার পর একটি গাড়ি তাঁকে কয়েক বার পিষে দিয়ে চলে যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুলির আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। ফুসফুস ছিঁড়ে পাঁজরের হাড় ভেঙে মৃত্যু হয়েছে দুলারের।

রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে অনন্তের পেজ থেকে। গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া, ‘সত্যমেব জয়তে। মোকামার মানুষের প্রতি আমার আস্থা আছে। এ বার ভোটে লড়বে মোকামার মানুষই।’

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ‘ইসরো’র তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ‘সিএমএস-০৩’। রবিবার বিকেল ৫টা ২৬ মিনিটে নির্ধারিত সময়েই উৎক্ষেপণ করা হল এই ভারী কৃত্রিম উপগ্রহটি।

বাংলার মডেলের বিশ্বস্বীকৃতি, গর্ব মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল ‘বাংলার মডেল’। রবিবার এক্সবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ এখন বিশ্বজুড়ে এক অনুকরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে টাইপ ১ ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ‘বাংলার মডেল’ এখন বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় মডেল হয়ে উঠেছে।’

তিনি আরও জানান, ‘হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক জিন বুখম্যান, যিনি অসংক্রামক রোগের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ, সম্প্রতি এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তিনি আমাদের এই কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন। কারণ এটি দেশের প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কর্মসূচি। আমি এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’ রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় টাইপ ১ ডায়াবেটিস আক্রান্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা, পুষ্টি ও মানসিক পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‘গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলেছে কমিশন’, বাংলাদেশিদের পালানোর বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর-এর আগে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনৈতিক অঙ্গনকে সরগরম করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এক জনসভা থেকে তিনি বলেন, ‘গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে কমিশন। কার্বলিক অ্যাসিড ঢালার পর সাপগুলো বেরিয়ে পড়েছে।’

এরপর আরও কড়া সুরে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, ‘প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ বাংলাদেশি মুসলিম রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে। আট তারিখের আগে বাংলাদেশিরা পালাও।’

প্রসঙ্গত, আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া।

সেই সময়ের আগেই বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, কমিশনের এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য প্রকাশ্যে আসছে, তাই আতঙ্কে পড়েছে কিছু গোষ্ঠী।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদিও তাঁর এই মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে দলের একাংশের মতে, এমন উস্কানিমূলক বক্তব্য কেবলমাত্র বিভাজনমূলক রাজনীতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী দলনেতার এই কটাক্ষে ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে।

কলকাতা পুলিশে ৫ থানার সীমানা পুনর্নির্ধারণ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ, আলিপুর, পার্ক স্ট্রিট ও নিউমার্কেট থানার নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানার একটি বড় অংশকে আলিপুর থানার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, নিউমার্কেট থানার বেশ কিছু এলাকা পার্ক স্ট্রিট থানার অধীনে আনা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিট থানার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নতুন সীমানা নির্ধারণের ফলে থানাগুলির প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং

নজরদারি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য কলকাতার ব্যস্ত এলাকাগুলিকে এই পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে আরও সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা।

সূত্রের ব্যাখ্যা, আলিপুর থানা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সরকারি দপ্তর, আদালত, এবং কূটনৈতিক ভবন থাকায় সেখানে পুলিশের তৎপরতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। একইভাবে পার্ক স্ট্রিট থানার এলাকায় ব্যবসায়িক কেন্দ্র ও পর্যটন পরিধি বাড়ায় নিউমার্কেটের কিছু অংশকে সেই থানা অঞ্চলে স্থানান্তর করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই এলাকাভিত্তিক পুনর্গঠনকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছেন অনেকেই। নির্বাচনী সময়ে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ প্রশাসনিকভাবে সহায়ক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে কলকাতা পুলিশের অধীনে মোট ৯১টি থানা রয়েছে। নতুন বিন্যাস কার্যকর হলে ওই কাঠামোয় আরও প্রশাসনিক ভারসাম্য আসবে বলে আশাবাদী পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি, **পারভিন সুলতানা**, পিতা - সেখ রুহুল আমিন, বয়স-৩৫ বৎসর, জাতি- ইসলাম, পেশা - গৃহকার্য্য, সাং - ভবানীপুর, পোঃ - মেলকি, থানা - গুড়াপ, জেলা- হুগলী, এখন হইতে **করবী দাস**, স্বামী- বিমল দাস নামে পরিচিত হইতেছি এবং উক্ত মর্মে বিগত ইংরাজী ১৪/০৯/২০১২ তারিখে লার্নেড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী সদর অফিসে ডিক্লেরাশন করিয়াছি যাহার নং- ৪৪, তাং- ১৪/০৯/২০১২. এমতে আমি **পারভিন সুলতানা, পিতা- সেখ রুহুল আমিন** এবং **করবি দাস, স্বামী- বিমল দাস** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম ।

CHANGE OF NAME

I, **Shawkat Ali, S**/O- Sekh Sadek Ali, residing at Vill- Balikukhari, P.O- Harit, P.S- Dadpur, Dist- Hooghly have changed my name and shall henceforth be known as **Sekh Shaokat Ali** as declared before the First Class Judicial Magistrate, Judges Court, Hooghly, vide affidavit no- 9698, dated- 08/10/2025. **Shawkat Ali** and **Sekh Shaokat Ali** both are same and identical person.

হলফনামা

আমি সমীর ঘোড়ুই, পিতা- প্রয়াত অজিত ঘোড়ুই, নিবাস- ১০০/ ৮৩, সুকান্ত সরণি রেল পার্ক, পোস্ট- মোড়পুকুর রিষড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২৫০ প.ব. এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, রিষড়া পৌরসভা কর্তৃক জারি করা আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে (নং ১০৭৭/২০০৮) পিতার নাম সমীর ঘোড়ুই পরিবর্তে সমীর কুমার ঘোড়ুই হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গত ১৬.০৬.২০২৫ তারিখে হলফনামা নং. ১২২৫৪ দ্বারা মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) কলকাতা-এর সকাশে সমীর ঘোড়ুই এবং সমীর কুমার ঘোড়ুই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হইলাম।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) আল্পনা সিংহ, স্বামী - নব কুমার সিংহ, **২) অমিতা সিংহ**, স্বামী - সুকুমার সিংহ, উভয়ের পেশা গৃহকার্য্য, উভয়ের সাং ও পোঃ বৈঁচী, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪, বিগত ইংরাজীর ১৭/০৮/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-৪২৮/২০১৮ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমাকে **তপন মালিক**, পিতা - রামপ্রসাদ মালিক, সাং - বোড়াগড়ি, পোঃ বৈঁচী, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৯৬৬/২০২৫ নং দলিল মূলে **১) শ্রী অরবিন্দ সরকার**, পিতা শচীন্দ্র নাথ সরকার, **২) রমা সরকার**, স্বামী - অরবিন্দ সরকার, উভয়ের সাং - নিউ খুলনা পল্লী, দাস পাড়া, পোঃ বোড়াচণ্ডীগড়, থানা মধ্যমগ্রাম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭০০১৩০ মহাশয়/মহাশয়াকে সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বেড়েলা, জে.এল. নং ০৬, হাল. এল.আর ১২৮/১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ০৯ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ২৯ শতকের মধ্যে ০৩ (তিন) শতক এবং ঐ মৌজায় হাল. এল.আর. ৭৬/১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ০৮ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ৭৯ শতকের মধ্যে ০২ (দুই) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রী অরবিন্দ সরকার**, পিতা শচীন্দ্র নাথ সরকার, **২) রমা সরকার**, স্বামী - অরবিন্দ সরকার, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও, পান্ডুয়া অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **তপন মালিক** (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩ রা নভেম্বর, ১৬ ই কার্তিক। সোম বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্রের, বিংশোত্তরী শনির মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের তিরধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘চোর ভাইপোকে নন্দীগ্রামে দাঁড় করান, এখানে হারাব’

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চ্যালেঞ্জ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: ফের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিক ভীমচরণ বারিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তৃণমূলের ওপর তীব্র আক্রমণ শানান তিনি।

শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘কয়লা, গোরু চুরির টাকায় দুই লক্ষ টাকা দিয়ে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে! কোটি টাকা দিলেও নন্দীগ্রামের কোনও হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেয়নি। ভাইপোকে যদি এখানে দাঁড় করায়, কেউ ভোট দেবে না। আমি চাই, ভাইপোকে পাঠান এখানে; চোর ভাইপো অভিষেককে নন্দীগ্রামে দাঁড় করান। একে এখানে হারাব, আর বড়টাকে ওখানে হারাব।’

অন্যদিকে, শুভেন্দুর বক্তব্যের জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্যের মন্তব্য, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। এবার আপনি ভবানীপুর বা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দাঁড়িয়ে দেখান, আপনার সেই সাহস আছে কি না! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকার দরকার নেই; তৃণমূল যদি একজন বুথকর্মীকেও প্রার্থী করে, তাতেই শুভেন্দু অধিকারীকে হারানো সম্ভব।’ উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং অল্প ব্যবধানে জয় পান তিনি। এদিনের বক্তব্যে শুভেন্দু ফের জানিয়ে দিলেন; ২০২৬ সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রামই হবে তৃণমূল-বিজেপি লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

সহজ হবে বিমানবন্দর যাত্রা, হলুদ লাইনে মেট্রোর সময়সীমা বাড়াল রেল, সপ্তাহান্তে বাড়ছে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: মেট্রো যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। অফিসযাত্রী, পড়ুয়া ও বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজ অর্থাৎ ৩ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে হলুদ লাইনে (নোয়াপাড়া, জয়হিন্দ বিমনবন্দর) পরিষেবার সংখ্যা ও সময়সীমা দুটোই বাড়ানো হবে। ফলে রাত অবধি বিমানবন্দর যাতায়াত আরও সহজ হবে।

আজ থেকে শুক্রবার

প্রতিদিন মোট ১২০টি পরিষেবা (৬০ আপ ও ৬০ ডাউন) চালানো হবে। এখন থেকে পরিষেবা চলবে সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (আগে চলত সকাল ৭টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ১৭ মিনিট পর্যন্ত)।

প্রথম ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর সকাল ৭টা ১৮ মিনিটে (আগে ছিল ৭টা ৫৫ মিনিটে)

জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে (আগে ছিল ৮টা ০০ মিনিটে)

শেষ ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর রাত্রি ৮টা ৫৮ মিনিটে (আগে ছিল ৮টা ০০ মিনিটে)

জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিটে (আগে ছিল ৮টা ০৫ মিনিটে)

শনিবার

শনিবারে এখন থেকে ৯২টি পরিষেবা (৪৬ আপ ও ৪৬ ডাউন) চালানো হবে, আগে যেখানে ছিল ৪৪টি। পরিষেবা চলবে সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (আগে ছিল সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত)।

প্রথম ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর সকাল ৭টা ১৮ মিনিটে,

জয়হিন্দ বিমনাবন্দর থেকে নোয়াপাড়া সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে।

শেষ ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর রাত্রি ৮টা ৫৮ মিনিটে,

জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিটে।

রবিবার

রবিবারে বাড়ানো হয়েছে পরিষেবার সংখ্যা ও সময়ও। এখন থেকে ৭৮টি পরিষেবা (৩৯ আপ ও ৩৯ ডাউন) চালানো হবে, আগে যেখানে ছিল ৪০টি। পরিষেবা চলবে সকাল ৯টা ১৮ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (আগে ছিল সকাল ৮টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ২২ মিনিট পর্যন্ত)।

প্রথম ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমনবন্দর সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে,

জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে।

শেষ ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমনবন্দর রাত্রি ৮টা ৫৮ মিনিটে,

জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া রাত্রি ৯টা ১৮ মিনিটে।

শনিবার ও রবিবারে ট্রেনের ব্যবধানও কমছে; আগে যেখানে প্রতি ৩৫ মিনিটে একটি ট্রেন চলত, এখন চলবে ১৮ মিনিট অন্তর। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই পরিবর্তনের ফলে এখন থেকে রাতেও জয়হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশনে যাওয়া ও সেখান থেকে ফেরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজ হবে।

প্রাক্তন ফারাক্কা বিধায়ক মইনুল হকের প্রয়াণে শোকের ছায়া

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত হলেন ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর রবিবার ভোরে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রবিবার ভোররাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজনৈতিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আমার রাজনৈতিক সহকর্মী মইনুল হকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন এবং দলের উচ্চস্তরে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শোকপ্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন।

ছাত্র রাজনীতি থেকেই সংগঠক হিসেবে পরিচিত মইনুল হক ১৯৯৬ সালে প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে ফারাক্কা বিধানসভা থেকে জয়ী হন। টানা পাঁচবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন এবং দলের উচ্চপর্যায়ে দায়িত্ব সামলান। তাঁর মৃত্যুতে ফারাক্কা ও আশপাশের এলাকায় শোকের আবহ। রাজনৈতিক মহল বলছে, উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও সহজ-সরল ব্যবহারের জন্য মইনুল হক মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এবারে সোশ্যাল মিডিয়াকে জোর কদমে ব্যবহারের নিদান বিজেপির

বিপ্লব চক্রবর্তী

তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ডিজিটাল যোদ্ধাদের মোকাবিলা করতে এবারে জোর কদমে মাঠে নামছে বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া সেল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোস্যাল মিডিয়ার ও ডিজিটাল প্লাটফর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ইতিমধ্যেই হয়েছে বিজেপির ডিজিটাল সেলের গোপন বৈঠক। সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা অমিত মালব্য রাজ্য বিজেপির সব ডিজিটাল ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন।

অমিতের বার্তা, জেলায় জেলায় তৃণমূলের আর্থিক দুর্নীতি নারী নির্যাতন ও আইন শৃঙ্খলা অবনতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগাতার আক্রমণ করুন। জেলার ডিজিটালের প্রতিনিধিদের কলকাতায় নিয়ে এসে সেই বার্তা দেন তিনি। শুধু তাই নয় জেলায় জেলায় কমপক্ষে দশটি করে কর্মশালা করতে হবে।

এলাকা ভিত্তিক রাজ্য সরকারের দুর্নীতি যাতে মানুষের মুঠো ফোনে পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট থেকে ক্ষুদ্র সব রকমের তথ্য মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে। এছাড়া চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় সায়েন্স সিটিতে একটি আন্তর্জাতিক মানের ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কর্মশালা করতে চাইছে বিজেপি। সেই কর্মশালা অথবা ওয়ার্ক শপে থাকবেন কারা? জেলা থেকে কলকাতার সব ডিজিটাল বন্ধুরা। ঠিক এই নামই দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল বন্ধু।

শুধুই কি বিরোধিতা নাকি তথ্য থাকবে? বিজেপির এক নেতার কথায়, এসআইআর নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ভয় ও ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল। সেগুলোকে কার্যত ভোঁতা করতেও এই ডিজিটাল বন্ধুদের কাজে লাগানো হবে। বছর ঘুরলেই নির্বাচন। তার আগেই বিজেপির ও তৃণমূলের ডিজিটাল অস্ত্রে শান এক আলাদাই মাত্রা পাচ্ছে। শুধুই মিটিং মিছিল প্রতিবাদ রাস্তাতে হবে না, হবে ভার্চুয়াল আঙ্গিকেও সেটা এক প্রকার পরিষ্কার। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির ডিজিটাল প্রচারের ঝড় ভোটের আগে কি মাত্রা দেবে সেটা অবশ্যই দেখার।

‘যেকোনও দুর্ঘটনার দায়ও কি এখন এসআইআরের! তৃণমূলকে পাল্টা তোপ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ইস্যু ঘিরে চলা বিতর্কে এবার মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আত্মহত্যার ঘটনাগুলো নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করছে, তার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। বিপ্লব দেব বলেন, দেখে মনে হচ্ছে রাজ্যের কেউ অসুস্থ হলেও অথবা হাত ভাঙলেও সেটার দায় এখন এসআইআরের উপর চাপানো হবে! তাঁর দাবি, এই প্রসঙ্গে করা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাস্তবতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। সাম্প্রতিক সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যে চারজনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়েই বিরোধীরা কেন্দ্র ও কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছে। কিন্তু বিপ্লব দেব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিজেদের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করছে। তাদের কাজের গতি কেউ থামাতে পারবে না। অযথা এই ইস্যু ঘিরে

নাটক তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, পানিহাটি, দিনহাটা ও ব্যারাকপুরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, এই আত্মহত্যাগুলির পেছনে রয়েছে এসআইআর ও এনআরসির আতঙ্ক। বিশেষ করে পানিহাটিতে এক প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহের পাশে এনআরসি-সংক্রান্ত একটি নোট মেলার পরই উত্তেজনা বেড়েছে। ব্যারাকপুরে বাংলাদেশের মেয়ে হওয়া এক গৃহবধূরও আতঙ্কে আত্মাহুতির অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য রাজনীতিতে এখন এই ইস্যুই কেন্দ্রবিন্দুতে; সরকার দাবি করছে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, আর বিজেপি বলছে বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

আজ কলকাতায় আসছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ কলকাতায় আসছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। শহরের এক বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

জানা গেছে, এবারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ‘বিকশিত ভারত’। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পক্ষেত্রের বিস্তার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এই বিশেষ আয়োজনে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বিকশিত ভারত’ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়েও মতবিনিময় হবে

বলে জানা গেছে।

ভারত চেম্বার অফ কমার্স দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতের শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই ১২৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। চেম্বারের প্রতিনিধিদের মতে, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার উপস্থিতি এই উদ্‌যাপনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে।

সূত্রের খবর, আজ দুপুরে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর ওম বিড়লা কলকাতা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকের পরই তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে।

গুরু নানকের ৫৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শহরে আয়োজিত হল শিখ সম্প্রদায়ের নগর কীর্তন অনুষ্ঠান।

কলকাতাকে তারের জঞ্জালমুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ কলকাতা পুরসভার

দেবাশিস দে

কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক তার আর কেবেল তারের জঞ্জাল সম্পর্কে কলকাতার বাসিন্দারা সকলেই কমবেশি অবহিত। উত্তর কলকাতা থেকে শুরু করে মধ্য কলকাতা বড়বাজার হয়ে ধর্মতলা উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণের শেষ সীমানা পর্যন্ত এই কেবেল তারের জঞ্জালের জাল বিস্তৃত। কলকাতা পুর নিগম ও কলকাতা পুলিশ বারবার চেষ্টা করেও এই কেবেলের জঞ্জাল মুক্ত করতে পারেনি। এই কেবেল তারের তারের জঞ্জাল মুক্ত কলকাতা শহর তৈরি করতে হলে যে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা প্রয়োজন সেটা না থাকার জন্যই এতদিন পর্যন্ত এই তারের জঞ্জাল নিয়েই কলকাতা শহরের মানুষকে বসবাস করতে হত। এবার সেই বিকল্প পথের ব্যবস্থা করতে কলকাতা পুর নিগম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদেরই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই কলকাতায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভূগর্ভস্থ পাইপ পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, এই পাইপলাইন সারা কলকাতায় ধাপে ধাপে বসানো হবে। শহরের সর্বমোট ২০০ কিলোমিটার প্রধান প্রধান রাস্তা ও গুরুত্বপূর্ণ গলিগুলিতে এই পাইপলাইন বসানো হবে। এই পাইপ লাইনগুলির কোথাও ব্যাসার্ধ হবে ০৮ ইঞ্চি তো আবার কোথাও ১২ ইঞ্চি। এই পাইপ লাইন দিয়েই ইলেকট্রিকের তার ও সরকারি বেসরকারি কেবেলের সব তার প্রবেশ করানো হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও কেবেলের সিগনাল শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যাবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ইতিমধ্যেই চন্দননগর পুর নিগম এই ভূগর্ভস্থ কেবেল পাইপ লাইনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, যা দীর্ঘ ৫০ কিলোমিটার। এই আলাদা পথেই সারা চন্দননগর পুরনিগম জুড়ে বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য কেবেল পরিষেবা চালিত হচ্ছে। যার ফলে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর বিসর্জনের সময় বৈদ্যুতিক তার বা কেবেল তারের বাধার ঝঞ্ঝাটের সম্মুখে এ বছর পুজো কমিটিগুলিকে খুব একটা পড়তে হয়নি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর পুরনিগমের এই কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। তিনি কলকাতার মেয়রকে কলকাতা শহর ও অন্যান্য শহরগুলিতে এই ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। যদিও কলকাতায় ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই কাজের অঙ্গ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে হিসেবে ডায়মন্ড হারবার রোড ও আলিপুর রোড, বেকার রোড, ন্যাশনাল লাইব্রেরি রোড জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিংস পার্ক রোডে কাজ চলছে। এছাড়া পুজো শেষ হলেই চৌরঙ্গী রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, জহরলাল নেহেরু রোড, চেতলা সেন্টাল রোড ও হাজরা রোডেও কাজ শুরু হতে চলেছে বলে জানা গেছে। কলকাতার মেয়র ববি হাকিম আরো জানান, যেহেতু এই কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন তাই ধাপে ধাপে কলকাতার প্রায় সমস্ত রাস্তাতেই এই পাইপ লাইনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন আগে প্রবল বর্ষণে কলকাতার সমস্ত রাস্তা জলে ডুবে থাকার কারণে ইলেকট্রিক শক খেয়ে প্রায় ১২ জন নিরীহ

মানুষের মৃত্যু হয়। সেই কথাই মাথায় রেখে কলকাতা পুরসভা দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক আধিকারিক। এই অবস্থায়, কলকাতার মানুষ অপেক্ষা করে আছেন, কবে আমরা এই কেবেল তারের জঞ্জাল মুক্ত পরিচ্ছন্ন শহর দেখতে পাবেন। আর সঙ্গে শহরের বর্ষায় যাতে আর কোনও মানুষের প্রাণ না যায় তার জন্যেও কলকাতার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ, থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীর সঙ্গে বচসা থেকেই তীব্র রাগের মাথায় ভয়াবহ ঘটনার জন্ম দিলেন বেহালার এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে স্ত্রীর মাথা ও মুখে পাথর দিয়ে আঘাত করার পর ঠাকুরপুকুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন মিলন বালা নামে ওই ব্যক্তি। পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই নৃশংস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আনন্দনগর এলাকায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মিলন দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রী কাজল বালাকে সন্দেহ করতেন। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে অশান্তি ও ঝগড়া হত। শনিবার রাতে সেই ঝগড়াই মারাত্মক রূপ নেয়। অভিযোগ, তুমুল তর্কাতর্কির মধ্যে মিলন বাড়ির ভেতরে রাখা একটি পাথর তুলে স্ত্রীর মাথায় ও মুখে আঘাত করেন। আহত স্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে ফেলে রেখে মিলন সোজা থানায় চলে যান এবং বলেন, শেষ করে দিয়েছি। তাঁর জামাকাপড়েও রক্তের দাগ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। খবর পেয়ে থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর জখম স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে অবস্থার অবনতি হলে এসএসকেএম-এ স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনি আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন, মাথায় ও মুখে একাধিক সেলাই পড়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মিলনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ঠাকুরপুকুর থানার অফিসাররা জানিয়েছে, অভিযুক্তকে আটক করে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, দাম্পত্য অশান্তি দীর্ঘদিনের ছিল, তবে এমন ভয়ানক পরিণতি কেউ ভাবেননি। পরিবারের লোকজনের বক্তব্য সন্দেহের বসেই মিলন তার স্ত্রী কাজলকে খুন করার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগে পুলিশ নিষ্ক্রিয়

মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত এলাকায় দু'জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে স্থানীয় এক বাসিন্দা বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন, তবু কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না রাজ্য পুলিশ। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বলেন, দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী ব্যক্তি পুলিশের কাছে যথেষ্ট প্রামাণ্য নথি জমা দিয়েছেন; এমনকী অভিযুক্তদের বাংলাদেশের সচিত্র পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য পুলিশের অবস্থান সম্পূর্ণ নির্বিকার। এর জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করেন সুকান্তবাবু। তাঁর কথায়, এর একটাই কারণ; ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ, যেন কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। দেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিরাপত্তা, দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা চুলোয় গেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজন স্রেফ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোট! কারণ এরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় ভোট ব্যাংক।

প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে, অন্যদিকে শাসক তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জগদ্দলের গোলঘর পার্কের মেলায় আগুনে ভস্মীভূত একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতি বছরই জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় জগদ্দলের গোলঘর পার্কের মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় একান্ত আপন ক্লাব-সহ পাঁচটি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি মিলে এই মেলার আয়োজন করে। তবে কার্তিক পুজো মিটলেই মেলা উঠে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মধ্যরাতে মেলার মাঠে দোকানে আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে একাধিক দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দাবি দোকানদারদের। যদিও আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। মাঠের আশেপাশের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ আগুন লাগার কারণ জানার চেষ্টা করছে। ক্ষতিগ্রস্ত জুয়েলারি দোকানদার শম্ভু ঘোষ বলেন, রাত বারোটায় দোকান বন্ধ রেখে তিনি বাড়ি চলে যান। দুটো নাগাদ তিনি জানতে পারেন মেলায় আগুন লেগেছে। তিনি জানান, আগুনে আট থেকে নয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, রাতে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বিকেলে ফের মেলার মাঠে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়। স্বভাবতই, আগুন লাগার কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ উঠছে, কেউ বা কারা মেলার দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) গণেশ বিশ্বাস বলেন, কিভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ টিম বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

বিএলওদের পাশে দাঁড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী ঘিরে তোলপাড় রাজ্যজুড়ে। শনিবার নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণ চলাকালীন এই ইস্যুতে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বুথ লেভেল অফিসাররা । তাঁদের অভিযোগ, স্কুলের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে পাশাপাশি বিএলওদের-র কাজ করা অসম্ভব। এবার সেই দাবির পক্ষে সুর মিলালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিএলওদের ডিউটি করে এসআইআরের কাজ করা সম্ভব নয়। বিএলওদের দাবি সঠিক। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে বিষয়টি দেখা উচিত। এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক বেদিয়াপাড়া কাণ্ডও। ব্রাত্য বসুর কথায়, বেদিয়াপাড়া কোনও রাজনৈতিক তরজা নয়। আমি বলেছি, পুলিশ তদন্ত করুক। তবে এটা রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর কাউন্সিলরই দেবেন। ব্রাত্যের ভাষণে একাধিকবার উঠে এসেছে বিজেপি প্রসঙ্গও। তৃণমূলের মঞ্চ থেকে তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, মিজোরাম, অরুণাচল, অসম, ত্রিপুরায়ও এসআইআর হচ্ছে। তাহলে বাংলায় কেন আপত্তি? বিজেপি মৃত্যু রাজনীতি করছে। মতুয়ারা সতর্ক থাকুন। ভোটার তালিকা থেকে ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি নাম বাদ দিতে চাইছে ওরা।

তিনি আরও বলেন, মায়ানমার মানে বার্মা। বার্মা থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল আজাদ বাহিনী। ওই রাস্তাকে রোহিঙ্গাদের রাস্তা বলা মানে ইতিহাস বিকৃতি। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন মেজর জেনারেল; প্রেমকুমার সেহগাল, শাহনওয়াজ খান ও গুরবকশ সিং ধিলনের রাস্তা ওটা। তাঁদের তৎকালীন ভারত সরকার ঘুষপেটিয়া বলে গ্রেপ্তার করেছিল। তখন বিজেপি কোথায় ছিল? প্রসঙ্গত, শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ চলছে। নজরুল মঞ্চে প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ চলাকালীনই বিক্ষোভ শুরু হয়। তাঁদের দাবি, একসঙ্গে শিক্ষকতা ও বিএলও-র দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ভোটের-কাজের সময় তাঁদের 'অনডিউটি' ধরা হোক; এই দাবিতেই সরব তাঁরা। শনিবার রাতেই বিএলও-দের তরফে অভিযোগ পৌঁছয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জেলা নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন, অভিযোগ যেন লিখিত আকারে জমা দেওয়া হয় এবং সোমবারই তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তরে পাঠানো হয়। নির্বাচন কমিশন পর্যালোচনা করে যে নির্দেশ দেবে, সেটাই কার্যকর হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

কলকাতায় দেব দীপাবলির আয়োজন

হিন্দিভাষী ভোটারদের মন ছুঁতে তৃণমূলের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দিভাষী ভোটারদের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর ভারতের জনপ্রিয় উৎসব দেব দীপাবলিকে ঘিরে কলকাতায় আয়োজন হচ্ছে এক জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচি। শাসকদলের একাধিক অবাঙালি কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে আলোকসজ্জা ও গঙ্গারতি হবে বুধবার, কার্তিক পূর্ণিমার রাতে। বহু আগে থেকেই বাজে কদমতলা ঘাটে দেব দীপাবলি উদ্‌যাপনের প্রথা শুরু করেছিল পুরসভা। এবার অনুষ্ঠান আরও বৃহৎ পরিসরে করার দায়িত্ব পেয়েছেন তৃণমূল নেতা তারক সিং। অপরদিকে উত্তর কলকাতার কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়ের উদ্যোগে নিমতলা থেকে আহিরীটোলা পর্যন্ত আটটি ঘাট একসঙ্গে সেজে উঠবে আলোর মালায়। পুরসভার সহযোগিতায় জয়চণ্ডী ঠাকুরানি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পুজো ও গঙ্গারতি হবে। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, পাঁচজন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরোহিত বেনারস থেকে এসে আরতি করবেন। সকাল থেকেই শুরু হবে গঙ্গা পুজো ও যজ্ঞ, সন্ধ্যায় আয়োজন থাকবে সঙ্গীত, নৃত্য ও ভক্তিমূলক প্রদর্শনের। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পুরসভা জানিয়েছে, দশ হাজারেরও বেশি প্রদীপ, আলপনা ও আলোয় সেজে উঠবে ঘাট এলাকা। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায় বলেন, দেব দীপাবলি উত্তর ভারতের এক প্রধান উৎসব। দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতার বহু হিন্দিভাষী নাগরিক কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাস করেও এই উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন না। তাদের কথা ভেবেই এই আয়োজন।

ধর্মবিশারদ জয়ন্ত কুশারীর কথায়, দেব দীপাবলি মূলত বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী উপলক্ষে পালন করা হয়। এটি উত্তর ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য হলেও ধীরে ধীরে বাংলাতেও জনপ্রিয় হচ্ছে। শাস্ত্রীয়ভাবে এটি আলোর মাধ্যমে দেবত্বের জাগরণের প্রতীক। এই প্রথমবার শহরজুড়ে দেব দীপাবলিকে ঘিরে এমন বৈচিত্র্যময় আয়োজন দেখা যাবে, যা একদিকে ধর্মীয় উৎসবের আমেজ ছড়াবে, অন্যদিকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনও ঘটাবে।

এসআইআর-এর আতঙ্ক কমাতে সিপিএম-র পক্ষ থেকে যাদবপুরে একটি ভোটার অধিকার সুরক্ষা কেন্দ্র চালু করা হল। *ছবি: অদিতি সাহা*

শীতের ইঙ্গিত! দুর্যোগ কাটছে উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণে ফিরছে শুষ্ক দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ বৃষ্টির পর অবশেষে বাংলায় মেঘের কালো ছায়া সরতে চলেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যজুড়ে ফের হেমন্তের ছোঁয়া মিলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নচাপ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে, যার ফলে রাজ্যের বেশিরভাগ অংশেই আকাশ পরিষ্কার থাকবে। উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বৃষ্টির প্রভাব কমেছে। গত সপ্তাহ পর্যন্ত কিছু এলাকায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হলেও এখন আবহাওয়া ধীরে ধীরে শুষ্ক হওয়ার পথে। এখন উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রেও স্বস্তির বার্তা দিয়েছে আলিপুর। সোমবার এক-দু'টি জেলায় সামান্য বজ্রপাত-সহ ঝড় হতে পারে, তবে আজ থেকেই আকাশ থাকবে পরিষ্কার। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে নদিয়া, দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনার কিছু অঞ্চলে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির ইঙ্গিত থাকলেও শুক্রবারের পর সম্পূর্ণ শুষ্ক আবহাওয়া ফিরে আসবে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি। আবহাওয়াবিদদের মতে, দিন কয়েকের মধ্যেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে এবং নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শীতের হালকা আমেজ পাওয়া যাবে।

নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

■ টিউশন ক্লাসে যাওয়ার পথে এক সপ্তম শ্রেণির মেয়ে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার হল। অভিযোগ, তার সহপাঠী-সহ তিন ব্যক্তি মিলে তাকে যৌন নির্যাতন করেছে। স্থানীয়দের তথ্য মতে, দমদমের বাসিন্দা ওই নাবালিকা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ওই ছাত্রী শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে টিউশনে যাচ্ছিলেন। ফেরার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তার। জানা যায়, কমলাপুর পার্কে বসে দীর্ঘক্ষণ গল্প করে তারা। পরবর্তীতে যায় আরও ২ জন। অভিযোগ, এরপরই তিনবন্ধু মিলে জোর করে নাবালিকাকে টোটোতে তোলে। পালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। অভিযুক্তরা নাবালিকাকে নিয়ে যায় দু'নম্বর মতিলাল কলোনির হরিজন বস্তিতে। সেখানকার একটি ঝুপড়িতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়ি ফেরার পর ছাত্রী অসুস্থবোধ করলে পরিবারের সদস্যরা ঘটনার খোঁজ পান। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং রাতের মধ্যে তিন অভিযুক্তকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, বাধা দেওয়া এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতা মেয়েটিকে স্থানীয় হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য।

আক্রমণাত্মক অমিত মালব্য

■ আগামী ৪ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচি। কিন্তু তার আগেই উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটি, বিশরপাড়া ও আশপাশের এলাকায় অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, বহু গৃহপরিচারিকা হঠাৎ করেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে কাজ করছিলেন, তাঁদের হঠাৎ খোঁজ মিলছে না; খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যাচ্ছে, তাঁরা নাকি সীমান্ত পেরিয়ে চলে গিয়েছেন নিজের দেশে। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম, উভয়কেই একসঙ্গে নিশানা করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, তৃণমূল এবং সিপিএম বছরের পর বছর ধরে এই অনুপ্রবেশকারীদের বাংলার মাটিতে আশ্রয় দিয়ে এসেছে। আর আজ, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁদের রক্ষা করতে পারছে না, তখন তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যেতে শুরু করেছেন।

চালু হেল্প ডেস্ক

■ বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ (এসআইআর) পর্বে রাজ্যের বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) উপর নানান স্তরে বাড়ছে চাপ; এই অভিযোগে সরব হল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংস্থার দাবি, এসআইআর -এর মূল দায়িত্ব পালন করেন বিএলও-রা, অথচ তাঁদের কাজের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। মঞ্চের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসআইআর এর কাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে বিএলওদের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সকলেই তাদের উপর খবরদারি করতে ব্যস্ত। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে নির্ভয়ে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। উল্টে দেখা যাচ্ছে, যে যেমনভাবে পারছেন তাল ঠুকতে ব্যস্ত বিএলওদের উপরে। এই পরিস্থিতিতে বিএলওদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য একটি সহায়তা ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বর ও ই-মেল আইডি প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে বিএলও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

মানুষের ভালোবাসাই আমাদের মূলধন, সমাবেশে আবেগঘন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই যে এত আবেগ, এরপর আমি আর কী বলব? মানুষের এই উষ্ণতাই তো আমাদের সম্পদ। সম্প্রতি,দক্ষিণ কলকাতার এক সাংস্কৃতিক সমাবেশে এভাবেই আবেগে ভেসে গেলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

২০১১ সালে যাত্রা শুরু করেছিল 'কালীঘাট বহুমুখী সেবা সমিতি'। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকেছে এই সংগঠন। সেই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে আয়োজিত হয়েছিল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও মিলন সমারোহ। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি-সহ নানা পরিবেশনার পাশাপাশি ছিল প্রীতিভোজের আয়োজনও।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক ড. শংকর ঘোষ, মীনাদেবী পুরোহিত, পাঁচবারের বিধায়ক তাপস রায়, অভিনেতা ও দলের সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান রুদ্রনীল ঘোষ, দলের মিডিয়া কো-ইনচার্জ কেয়া ঘোষ, কাউন্সিলর বিজয় ওঝা-সহ একাধিক বিশিষ্ট নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মঞ্চে সমিতির সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যরা দেবীমূর্তির প্রতিরূপ ও উত্তরীয় তুলে দিয়ে অতিথিদের সংবর্ধনা জানান। আবেগঘন পরিবেশে সমাবেশের শেষে শমীকবাবু বলেন, মানুষের ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। এই উষ্ণতাই আমাদের চলার শক্তি। ২০২৬ বিধানসভায় তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত, ক্ষমতা পরিবর্তনের পূর্ণ আশা প্রকাশ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, রাজ্যবাসীর ঐক্যই শেষ পর্যন্ত শাসক দলকে উৎখাত করবে; কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা বা বাহিনীর প্রয়োজন হবে না। তিনি আরও বলেন, মানুষের হাতেই সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় তদন্তের দায় দরকার নেই। অন্যদিকে শনিবার যুব মোর্চার আর এক সভায় তিনি মানুষের তথা ভোটারের শক্তির ওপর জোর দিয়ে বলেন, পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের আমল হবে না; পরিবর্তন এসেছে জনগণের সিদ্ধান্তে। শমীক ভট্টাচার্য আরও উল্লেখ করেন, আমরা কোনো মহল বা সরকারি তদন্ত সংস্থার ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করি না। বিজেপি জনগণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে, আমাদের শক্তি সাধারণ মানুষ। তাঁর কথায়, রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে চলা শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ তীব্র আকারে প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেটাই সরকার বদলের প্রধান কারণ হবে। রাজ্যের অর্থনীতি ও দায়িত্বশীল প্রশাসন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে শমীক বলেন, সরকারের ঘোষণা-প্রতিজ্ঞা ও বাস্তবতার মধ্যে তীব্র ফারাক দেখা যাচ্ছে।

তিনি সাফ জানান যে, কমিশন, তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান বা রাজ্যপাল ভরসা করে কোনো কৌশল অবলম্বন করার পরিকল্পনা নেই; পরিবর্তে তিনি জনগণের পক্ষেই বিশ্বাসী। তাঁর ব্যাখ্যা, যখন ভোটাররা একমত হয়ে ওঠে, তখন কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিবর্তন সম্ভব। রাজনৈতিক মহলে শমীকের এই বক্তব্যকে গোষ্ঠীভিত্তিক রাজনীতির নতুন আক্রোশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিজেপি শিবিরের কথাবার্তা যেন স্পষ্ট, ভবিষ্যৎ নির্বাচনে শাসক দলের ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ; আর সেটাই দলের প্রচারের মূল উপজীব্য।

সম্পাদকীয়

কমল বেস ইমপোর্ট প্রাইস, এবার কি থামবে সোনার দৌড়?

গত কয়েক বছর ধরে দেশে সোনার উর্ধ্বগতি অব্যাহত। গত আড়াই বছরে তা নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁচেছে। যে হারে দাম বেড়েছে, তাতে হলুদ ধাতু এখন কার্যত মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে যেতে বসেছে। শুধু কী তাই, মাথায় হাত ছোটখাটো অলঙ্কার ব্যবসায়ী ও কারিগরদের। বড় ব্যবসায়ীরাও চাপে পড়ে বিকল্প পথ খুঁজছেন। তথ্য বলছে, গত এক বছরেই ৫০ শতাংশের বেশি দাম বেড়েছে সোনার। এই আবহে সোনার দামে লাগাম পরাতে বড় দাওয়াই দিল কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি সপ্তাহ থেকে কমে গেল সোনা ও রুপোর বেস ইমপোর্ট প্রাইজ। সোনার ক্ষেত্রে তা কমে দাঁড়াল প্রতি ১০ গ্রামে ৪২ ডলার এবং রুপোর ক্ষেত্রে নতুন দাম হল কেজি প্রতি ১০৭ ডলার। বিশেষজ্ঞদের আশা এতে সোনার দাম বেশ কিছুটা কমতে পারে। আগামী এক সপ্তাহেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তবে এর ফলে কতটা হ্রাস পাবে তা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারছেন না। এখন এর ফলে কীভাবে কমতে পারে দাম? সোজা কথা, বেস প্রাইজ কমানোয় সোনা ও রূপো আমদানির ওপর করের বোঝা খানিকটা কমবে। ফলে একদিকে যেমন আমদানি বাড়বে, পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনার দর কমতে পারে। যার জেরে কিছুটা সস্তা হবে গহনাও। সোনা আমদানিতে বিশ্বের পয়লা নম্বর দেশ চিনের পরেই রয়েছে ভারত। আর রূপোতে ভারতই শীর্ষে। ভারত সবথেকে বেশি সোনা আমদানি করে সুইজারল্যান্ড থেকে। দেশের মোট আমদানির প্রায় ৪০ শতাংশ সোনাই সরবরাহ করে ইউরোপের দেশটি। প্রায় ১৬ শতাংশ আসে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে। ১০ শতাংশ আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। তথ্য বলছে, গত কয়েক বছরে ভারত কমবেশি ৪৮টি দেশ থেকে সোনা আমদানি করেছে। প্রতি বছরই এই আমদানির পরিমান ও অঙ্ক বেড়ে চলেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও সোনা মজুতের পরিমান বাড়ানোর কারণে বাড়ছে আমদানি। দেশে রয়েছে সোনার এক বিপুল বাজার। এখন এই অত্যাধিক দাম বৃদ্ধির ফলে মার খাচ্ছে সেই বাজার। তাই সোনার দামে লাগাম পরাতে এগিয়ে এল কেন্দ্র। এখন দেখার কতটা কাজ করে এই টোটকা।

শব্দবাণ-৪৩০

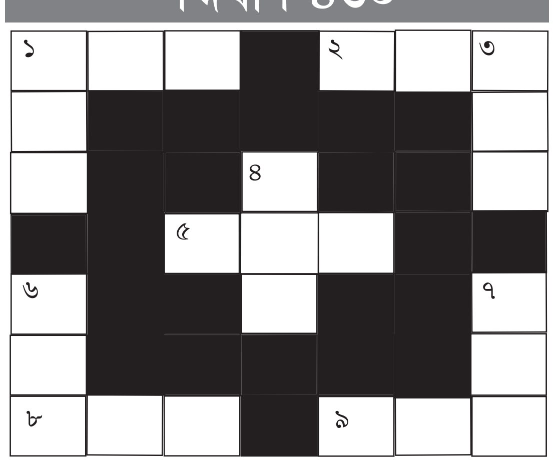

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বুদ্ধি ২. স্বতন্ত্র, পৃথক ৫. লোহা ৮. পুত্র, ছেলে ৯. কারাদণ্ড।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বোকা বা কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি ৩. পাওনা ৪. নিজের পরিচালনা ৬. ইংল্যান্ড ৭. — না হলে যন্ত্র কেমন করে বাজে।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২৯

পাশাপাশি: ১. আত্মমর্যাদা ৪. বন্ধ ৫. ভবেশ ৭. হরেক ৯. বিঘা ১১. নিত্যপ্রলয়।

উপর-নীচ: ১. আর্কাইভ ২. মস্তু ৩. দাবদাহ ৬. শক্তঘানি ৮. কমনীয় ১০. ক্ষীপ্র

জন্মদিন

আজকের দিন

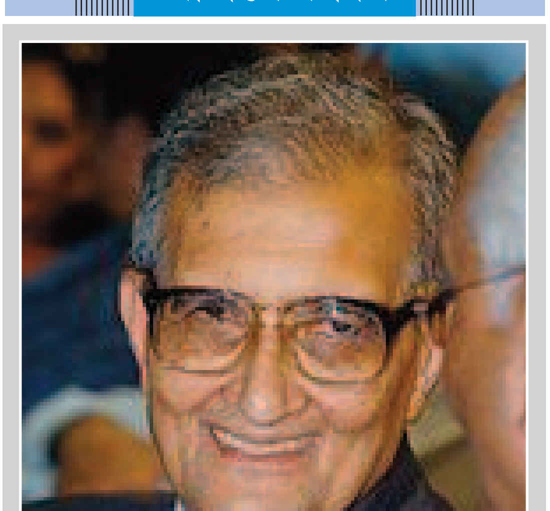

অমর্ত্য সেন

১৯৩৩ *নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতার পথে ধাবমান সভ্যতা

শতদল ভট্টাচার্য

হারিয়ে যাওয়া হেমন্তের খোঁজ এখনো বোধ হয় অবচেতন মনে একটু-আধটু চলতে থাকে। তাই কোলাহলমুখর শহরে বসে নভেম্বর মাসে তনু-মন একটু যেন ঠাণ্ডার পরশ চায়। কিন্তু সেই স্পর্শ তো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আমাদের নাগরিক সভ্যতার গতি আমাদের আজ ও-সব দুর্বলতার মায়া কাটিয়ে নিয়ে চলেছে অসীম উচ্চতায়। সেই গতির নেশায় চিত্ত সবার ভরপুর হয়ে থাকাটাই উচিত। কিন্তু দুর্বল মন কখনো বা পিছন ফিরে চেয়ে কিছু সেকেলে কথা ভেবে ফেলে।

অনাদি কালের ধারা বেয়ে এসে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একটিই গ্রহের কোলে অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রাণবন্ত ও চেতন প্রকৃতি, আর সেই প্রকৃতির ক্রোড়ে কালচক্রে অভিব্যক্ত হয়েছে মানবজন্ম। নিসর্গের মর্মে স্বর্গের ঠিকানা খুঁজে নেবার মন মানুষের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জৈব বিবর্তনের ধারায়। মানুষ তখন বিশ্বকে চিনতে চেয়েছে নিজের সংবেদী চোখে। আপন উপলব্ধির গভীরতা থেকে উচ্চারণ করেছে

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বম্ ভুবনমাবিবেশ / য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

উপনিষদের সরল ও ছোট্ট এই মন্ত্রটিতে প্রকৃতির মধ্যে, গাছগাছালির মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানকে স্মরণ করা হয়েছে। বিশ্বচরাচরের মাঝে সবুজ তরু-লতা-গুল্ম নিয়ে যে ধরিত্রী বিরাজমান, তার সেই সরস, সজল শ্যামলিমার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিধাতার সত্তা, বিধাতার পরিচয়। তেমনি, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা ভূমিকেই না মানুষ প্রাণভরে ডাকে মা বলে। অন্তত ভারতবর্ষে চিরকাল থেকে আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকেও খুঁজেছি, মা-কেও চিনেছি। প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণের স্ফূর্তি ও পূর্ণতা সন্ধান ও কর্ষণ করাই ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। আজ অবশ্য আমাদের আধুনিক সমাজ সামনে ছুটে চলেছে সব পিছুটান ছাড়িয়ে । তবু পুরনো ধাঁচের ভাবনাগুলো অনেকের মনে উঁকিঝুকি দেয়; ভাবতে ভালো লাগে প্রকৃতি কী ভাবে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেয় জীবন!

আজ লক্ষ-কোটি বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির আশ্রয় আমাদের পক্ষে কেমন ভাবে ক্ষয় হয়ে চলেছে তার নানান ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত উঠে আসে। কিছুকাল আগে আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিদেশের বিজ্ঞানীদের কিছু গবেষণালব্ধ তথ্যের বৃত্তান্ত। এক কথায় তার মর্ম, সমীক্ষিত কিছু ভৌগলিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সবুজ গাছপালারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের ও অক্সিজেন (অম্লজান) তৈরির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে এটা ঘটছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে সংবাদটি বৃহত্তর লোকবৃত্তে সচেতন জনমানসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানান সংবাদমাধ্যমে এই খবর উঁকিঝুকি দিয়েছে বটে, কিন্তু এর তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে ক'জনের আছে? জীবজগতের এবং অবশ্যই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ অর্থবহ এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। পৃথিবীতে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সংখ্যায় গাছপালারা যদি এই স্বকীয় ক্ষমতাটি পূর্ণতঃ বা অংশতঃ হারিয়ে ফেলতে থাকে, আর আমরা থাকি উদাসীন, তবে ঐ শোনা যায় সেই সুর, 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'। আমোদে প্রমত্ত আর জাগতিক প্রগতির নেশায় ধাবমান মানবসমাজকে এক ক্রান্তিলগ্নের মুখে এসে আজ থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের যে সহজ পাঠ প্রথম দিকে পায় তার মধ্যেই জীবনবিজ্ঞানের এক প্রধান অঙ্গ হিসেবে তারা শিখে থাকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির বিষয়। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ু থেকে টেনে নেওয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড (অঙ্গারাম্লজান) ও মাটি থেকে শোষিত জল-কে ব্যবহার করে যে পদ্ধতিতে নিজের দেহমধ্যে শর্করা উৎপাদন করে আর বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে, সেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া (ফোটোসিন্থেসিস্) শুধু গাছপালার খাবার নয়, পরোক্ষে প্রাণিকুলেরও আহার যোগায়। আর যোগায় সবার প্রশ্বাসের অক্সিজেন । সবুজ গাছপালাদের এই জৈবপ্রক্রিয়ার ক্ষমতা জীবলোকের অস্তিত্বের ও ক্রমবিবর্তনের ভিত্তিশিলা। যে ভাস্বর সূর্য আমাদের সব শক্তির উৎস, যে জ্যোতিষ্ক তার তাপ ও কিরণ নিরন্তর বিলিয়ে দিয়ে পার্থিব জগতে প্রাণের স্পন্দনকে জাগিয়ে রাখে, সেই দেবসম হিরণ্ময় নক্ষত্রটির সঙ্গে জীবজগৎ তথা মানুষের বাস্তব সম্পর্কের প্রধান সূত্র হল এই সালোকসংশ্লেষ। দৈনন্দিনভাবে এই চলিষ্ণু সম্পর্কসূত্রটির দ্বারা রচিত ও রক্ষিত হয়ে চলে সূর্য ও পার্থিব প্রাণের মধ্যেকার নাড়ীর যোগ।

আজ বিশ্বে পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রাণজগৎ ও সূর্যের মাঝের এই যে সেতু, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া, তার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই বিপন্নতার বার্তা যখন বিজ্ঞানীদের গবেষণার মধ্য দিয়ে এখন সুনির্দিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে, মানুষের সমাজ ও সভ্যতার জন্যে তাকে এক তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত হিসেবে নিয়ে সার্বিক মনোযোগ দিতে হবে। কোনও ভৌগলিক অঞ্চলে গাছের সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা নষ্ট হওয়া মানে গাছেদের মৃত্যু, অরণ্যের মৃত্যু, বাস্তুতন্ত্রের বা ইকোসিস্টেমের মৃত্যু । কৃষির ক্ষেত্রেও ক্রমে এর ক্ষতিকর ফলাফল দেখা দেবে। বায়ুমণ্ডলে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা বেড়ে চলা আসলে মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক আচরণের ফল। প্রকৃতির দায় এতে নগণ্য। মানুষের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও প্রভাব ভুবনজোড়া। তাই আবহমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ে সারা পৃথিবী জুড়েই; সে-কারণে দিকে দিকে দেখা দেবে একই রকম ক্ষয়। পরিণামে ক্রমশঃ সমগ্র পার্থিব প্রকৃতির মুমূর্ষুতা স্বাভাবিক। আসলে এ সব কিছুর মূলে আধুনিক মানব সভ্যতার দুর্দান্তগতি ইঞ্জিনটির উত্তাপ, আর আমাদের প্রকৃতি-অতিক্রমী স্পর্ধিত দর্পের তাপ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দুরন্ত আধুনিক জীবনযাত্রা তার কৃত্রিম, যান্ত্রিক এবং ভোগবাদী অগ্রগতিকে কিছুটা সংবরণ করে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোবে, ততক্ষণ পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি কেউ আটকাতে পারবে না। নির্মম শোষণে ও দূষণে পার্থিব প্রকৃতিকে রিক্ত ও কলুষিত করে তার চিতাশয্যা রচনা করাই কি মানুষের শেষ কৃতিত্ব হয়ে দাঁড়াবে?

মানব সমাজ আজ বড় নির্মম; মানুষের রুচির মধ্যেও এসে পড়েছে অনেক কৃত্রিমতা; তারা প্রকৃতির প্রতি মমতা পোষণ করবে শুধু প্রকৃতির জন্যই ভেবে, পার্থিব প্রকৃতিকে মাতৃসমা ভেবে , এই আশা আর করা চলে না। কিন্তু অন্ততঃ নিজেদের স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার্থে মানুষকে প্রকৃতি সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে। উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াপ্রণালীর উপর আবহাওয়ায় অতিরিক্ত উষ্ণতাবৃদ্ধির ফল কালে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চলেছে সেটা নিয়ে চিন্তা শুধু পরিবেশবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর কৃষিবিদরা করবেন, এই ভেবে বৃহত্তর সমাজ নির্বিকার থাকার কোনও অবকাশ নেই। সব মানুষের দায় রয়েছে, কারণ মানুষ প্রজাতির সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও সর্বগ্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিণামে পরিবেশ হয়ে উঠেছে বিকারগ্রস্ত। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে বিশ্বে, আর যে পরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়ে আকাশ-বাতাসকে প্রচণ্ডভাবে দূষিত করে তোলা হয়েছে, তাতে পার্থিব আবহাওয়া ক্রমে গরম হয়ে উঠে এক সর্ববিনাশী অবস্থায় পৌঁছোবার উপক্রম করছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলি বহু আগে থেকে সতর্ক হবার কোনও আন্তরিক উদ্যোগ নেয় নি; শুধু বক্তৃতা শোনা গেছে। আজও কার্যক্ষেত্রে সকল বড় দেশ সার্বিক ঐকমত্য নিয়ে পরিবেশের শুশ্রূষায় সম্পূর্ণ যত্নশীল হতে পারল কি? তার উপর দেশে দেশে লড়াই-যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া স্থলে জলে আকাশে লেগেই রয়েছে। আধুনিক যুগের বিধ্বংসী যুদ্ধ শুধু কিছু মানুষ মারে তা নয়, যুদ্ধ হোক্ বা যে কোনও রকম সামরিক সঙ্ঘর্ষ, তার ব্যাপক প্রভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নষ্ট হয় শ্যামল প্রকৃতি, ধ্বংস হয় গাছপালারা, খুবই দূষিত হয় আবহমণ্ডলের বায়ু-জল, আলোড়িত হয় সমুদ্র, উত্তপ্ত হয় আকাশ-বাতাস। অথচ যুদ্ধের কমতি নেই বিশ্বে, বরং দিন দিন তার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কিছু কথা বিশেষ করে বলতে হয়। ভারতের মতো দেশ নিজস্ব সরল ও প্রকৃতি-মরমী জীবনাদর্শকে ভুলে পশ্চিমা দেশগুলির সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ভোগবাদী চরিত্রকে নির্দ্বিধায় অনুকরণ করে ধরিত্রীকে নির্দয়ভাবে শোষণের দ্বারা সীমাহীন জাগতিক উন্নতি, জৌলুস ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করাকেই দেশ ও সমাজের কর্তব্য বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। ভোগবাদী উন্নতির নেশায় আমাদের সমাজব্যবস্থাও আজ আপ্লুত। বিপুল জনসংখ্যার চাপে ভারগ্রস্ত ভারতের পক্ষে অনন্ত জাগতিক প্রগতির পশ্চিমা মডেল আরোই অপ্রযোজ্য। প্রচুর জীবাশ্ম-ভিত্তিক জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুর দূষণ বৃদ্ধি করে আবহমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে নিজের দায়ভাগ কমাতে হলে উন্নতিমুখী দেশে জনস্ফীতির চাপ কমানো যে বিশেষ প্রয়োজন, সেটা কোনও দুর্বোধ্য তত্ত্ব নয়। অথচ সে বিষয়ে আমাদের দেশ ভাষণ-বক্তৃতার বাগাড়ম্বরের বেশি আর কতটুকু এগোতে পেরেছে? পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আমাদের মতো দেশে, মানুষের জনসংখ্যা সীমিত হয়ে বৃক্ষসংখ্যা বাড়া দরকার। আর সেই বৃক্ষেরা যেন পরিবেশে বেঁচে থাকার নির্মল রসদ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারে সেটা মানুষকেই সুনিশ্চিত করতে হবে, যদি মানুষ নিজে বাঁচতে চায়। প্রকৃতির দেবার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অসংখ্য মানুষের অবিরাম উপভোগের জন্যে অনন্তকাল ধরে অসীম উপকরণের আয়োজন করে চলা যাবে না , এই সত্যটি মেনে নিতে যত দেরি করা হবে ততই বিনাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সর্বনাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু চোখ মেলে দেখতে চাইছি না কোথায় এসে দাঁড়িয়ে গেছি। নিজেদের বিপদটাও যারা বুঝতে চায় না, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থের জন্যেও যারা হুঁশে ফিরতে রাজি নয়, তাদের জন্য ধরিত্রী কাঁদতে পারে, তারা কোনোদিনই ধরিত্রীর জন্য কাঁদবে না। তবে নিজেদের জন্য কাঁদবার দিন হয়তো সামনেই আসছে। নিকোবরে সাগর-ঘেরা সবুজ দ্বীপভূমিতে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষতরু নিধন করে উদ্যোগ প্রকল্পের পরিকল্পনা কিংবা হিমালয়ে অকুণ্ঠ স্পর্ধায় পার্বত্য প্রকৃতি ধ্বংস করে নগর-বিকাশের পরিকল্পিত অভিযান, এ সবকিছুই আমাদের কোন্ নিকষ কালো ভবিষ্যতের শূন্য গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে তা নিয়ে ভাবতে গেলে কিছু হুঁশ অবশিষ্ট থাকতে হয়। নেশামুক্তি না হলে অবশ্য হুঁশ ফেরে না।

'রাসলীলা' গোপীরা যেন মেঘ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেন মেঘকথা

প্রদীপ মারিক

'রাসলীলা' কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'রাস' থেকে। রাস শব্দটি মানে অনুভূতি আর লীলা মানে দৈবিক কার্য্য। এখানে দৈবিক কার্য্য বলতে বিশেষ প্রকার নৃত্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং রাসলীলা বলতে বিশেষ প্রকার নৃত্যে বোঝায় যা শ্রীকৃষ্ণ রাধারানী এবং গোপীবৃন্দ একযোগে সম্পন্ন করেছিলেন। যেখানে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক অনুভূতি ভালোবাসা আর অপ্রাকৃতিক আনন্দ বিরাজমান ছিল। এক কথায় রাস এক পরমানন্দ দৈবিক নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার আর শ্রীমতী রাধা তাঁর পরাশক্তি, গোপীগণ হলেন সেই মুনি ঋষি গণ যারা অনেক সাধনা করেও ত্রেতাতে শ্রীরামের দর্শন পাননি বলে তাদের মনের ইচ্ছা দ্বাপরে পূর্ণ করেন শ্রী মধুসূদন। রাস হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাত্বিক রসের সমৃদ্ধ কথা বস্তুকে রাসলীলার মাধ্যমে জীবাত্মার থেকে পরমাত্মায় দৈনন্দিন জীবনের সুখানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতায় এবং কাম প্রবৃত্তি সমূহকে প্রেমাত্মক প্রকৃতিতে রূপ প্রদান করাই হল রাস যাত্রার তাৎপর্য। যখন গোপীগণ কৃষ্ণের মধুর মনোহর বাঁশী শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এলেন, তাঁরা দেখলেন যমুনার তীরে কদম বৃক্ষ তলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। গোপীরা বৃত্তাকৃতি হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মাঝখানে ছিলেন শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথা দিয়ে ছিলেন তিনি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নৃত্য করবেন, তাই তিনি মায়াবলে প্রত্যেক গোপীর সাথে নৃত্য করতে লাগলেন। গোপীবৃন্দের সংগীতে ছিল পরমাত্মার চরণে নিজেদের বিলীয়মান করার ইচ্ছা যা জ্ঞান যোগের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর ও নিজেদের সংগীতের সাথে তাল মিলিয়ে গোপীরা যে নৃত্য মুদ্রা প্রস্তুত করেছেন, তা হল কর্মযোগ। এই সংগীত, নৃত্য, সুর সবকিছুর সমন্বয়ে পরমাত্মাতে লীন হওয়ার যে ভাবের আবেশ হয়েছে, তা হল ভক্তিযোগ। প্রত্যেক গোপীর সাথে ছিলেন একজন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হল অন্তর্যামী। এর মানে, সকল জীবের মাঝে তিনি পরমাত্মা রূপে বিদ্যমান। এ জগতে সব আত্মা হলেন নারী শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ, তাই রাসলীলায় গোপীরা প্রকৃতির অংশ হিসাবে উপস্থিত। মধ্যমনি হলেন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরাশক্তি শ্রীমতী রাধারানী। মানে পুরুষ ও প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী নৃত্য লীলায় মগ্ন। আজও কার্তিক পূর্ণিমার রাত বৈষ্ণবদের বড় প্রিয়। এই রাতেই তাঁদের প্রাণের উৎসব রাস উদযাপিত হয়। তাই তাঁদের সাধনভজন কুটিরের নিকোনো উঠোনে আলপনা দিয়ে, উঠোনের পূর্ব কোণে টাঙানো হয় ছোট্ট একখানি চাঁদোয়া। তার নিচেই রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ রাখা হয়। কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির চারদিকে রাখা হয় অষ্টসখীকে। বড় মায়াময় সে মূর্তি এবং পরিবেশটি। উঠোনের এক কোণে মঞ্জরী ভরা তুলসীগাছের ঝাড় রাখা হয়। কার্তিকের জ্যোৎস্নার দুধ-সাদা আলোয় আটপৌরে ভজন প্রেমের চেনা পরিবেশ কেমন যেন অপার্থিব সুন্দর হয়ে ওঠে। কাঠের ছোট সিংহাসনে বসানো হয় যুগল বিগ্রহের চারপাশে গোল করে সাজানো অষ্টসখীর মূর্তি। পরনে জমকালো পোশাক, সামনে ফরাস পাতা। তাতে সাজানো মৃদঙ্গ, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, করতাল এবং আড়বাঁশি। সুগন্ধী ধূপ, আতর এবং ফুলের গন্ধে ম ম করে চারপাশ। এমনই পরিবেশেই অষ্টসখীর নামকীর্তনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পদাবলি রাসলীলা পরিবেশন। পদ্মপুরাণে শারদরাস ও বাসন্তীরাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাসন্তীরাস এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে শুধুমাত্র শারদরাসের বর্ণনা আছে। হরিবংশে ও ভাসের বালচরিতে উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে হল্লীশনৃত্য করেছিলেন। হল্লীশনৃত্য যদি তালযুক্ত ও বিবিধ গতিভেদে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তবে তাকে 'রাস' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, 'নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী' যা ক্রীড়া বা রাসক্রীড়া। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কৃষ্ণ যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করেই রাস অনুষ্ঠান করেছিলেন। বস্ত্রহরণের দিন গোপিনীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রাসলীলা করবেন। রাসলীলাটি ঘটে এক রাতে যখন বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে তাদের পরিবার ও পরিজনকে ফেলে কৃষ্ণের সাথে সারা রাত নৃত্য করতে করতে নিধুবনের দিকে চলে যায়, যা শ্রীকৃষ্ণকে অতিপ্রাকৃতিক লীলা মাধুর্যের প্রেমিক করে তোলে। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে বিশ্বস্তভাবে রাসলীলা শ্রবণ করে বা বর্ণনা করে কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমময় ভক্তি লাভ করা যায়। রাসলীলাকে ভাগবত পুরাণের 'চূড়ান্ত বার্তা' বলে মনে করা হয়। এই লীলা শুরু হয় ব্রজ থেকে, যেখানে কৃষ্ণ তার বাঁশিতে সঙ্গীত বাজানোর জন্য অনুপ্রাণিত হন। গান শুনে গোপীরা তাদের গৃহ-পরিবার ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দেয়। যখন তারা কাছাকাছি আসে, কৃষ্ণ খেলার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পুনরায় আবির্ভূত হয়। কৃষ্ণ প্রেমের কথা বলেন এবং অসংখ্য রূপ ধারণ করে প্রতিটি গোপীর সাথে রাসলীলা করেন। রাসলীলা সমাপ্ত হয় গোপীদের অনিচ্ছায় নিকটবর্তী একটি নদীতে সতেজ হয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে। রাসলীলাকে বৈষ্ণব ঐতিহ্যের দ্বারা 'সমস্ত কাজের মুকুট-রত্ন' হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাসনৃত্যের পাঁচটি ভাগ, 'মহারাস', 'বসন্ত রাস', 'কুঞ্জরাস', 'দিব্যরাস' ও 'নিত্যরাস'। এর মধ্যে 'মহারাস' জাঁকজমকপূর্ণ। ভগবত পুরাণে কৃষ্ণ অভিসারে রাধা, গোষ্ঠী অভিসার, গোপীগণের রাগ আলাপ, কৃষ্ণর্তন, রাধানর্তন, গোপীদিগের নর্তন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন প্রভৃতি পর্যায়ে মহারাস অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ গোপীরাই তাদের পূর্ব জীবনে ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করার জন্য গোপীরা যুগ-যুগান্তর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তাই তারা কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পাওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসনৃত্যকে কখনই জড় জগতের কোন রকমের নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এই রাসনৃত্য সম্পূর্ণ চিন্ময়। সেই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে প্রতিটি গোপীকার সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। কৃষ্ণ দু'জন গোপীকার মাঝখানে বিরাজ করে, তাদের কণ্ঠ ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বহু মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন তা গোপীরা বুঝতে পারলেন না। কেননা তাদের প্রত্যেকেরই মনে হলা, কৃষ্ণ যেন একলা তাদের সঙ্গে নাচছেন। গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব নৃত্য দর্শন করবার জন্য সেই রাসমণ্ডলীর উপরিভাগে স্বর্গের দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান করতে লাগলেন এবং সস্ত্রীক দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। গোপীদের পদবিক্ষেপ, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাসির সঙ্গে ভ্রু-বিলাস রাস লীলা মাধুর্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। গোপীদের কানের কুন্তল, তাদের পুষ্পশোভিত কেশরাশি, কৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে করতে নাচবার সময় সেগুলিকে মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র এবং তুষারের মতো মনে হয়। কৃষ্ণকে দেখে মনে হল ঠিক যেন একটি মেঘমালা, আর গোপীদের সঙ্গীতের ধ্বনি ছিল বজ্রের মতো, গোপীকাদের সৌন্দর্য ছিল বিদ্যুতের মতো এবং তাদের মুখের স্বেদবিন্দুগুলি ঠিক তুষারের মতো মনে হল। এইভাবে কৃষ্ণ এবং গোপীরা উভয়েই নৃত্যমগ্ন হলেন। কৃষ্ণকে আরও বেশি করে পাওয়ার আশায় গোপীদের কণ্ঠ আরক্তিম হয়ে উঠল। তাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য কৃষ্ণ তাদের সঙ্গীতের তালে তালে হাততালি দিতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জগৎই কৃষ্ণের সঙ্গীতে পূর্ণ, কিন্তু বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ভাবে সেই সঙ্গীতকে উপলব্ধি করে থাকে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।' কৃষ্ণ নৃত্য করছেন এবং প্রতিটি জীবও নৃত্য করছে, তবে অপ্রাকৃত জগতের নৃত্য এবং এই প্রাকৃত জগতের নৃত্য সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্করের মতে, রাস হল এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট, ষোলো বা বত্রিশ জনে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপনা করা যায়। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মহামিলনই রাস। পুরাণে শারদ রাস ও বসন্ত রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেটি সনাতন ধর্মালম্বীদের একটি বাৎসরিক উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা রাস পালন করে। এখনো সন্ধ্যার পর বৃন্দাবনের নিধুবনে সন্ধ্যার পর মানুষের প্রবেশ বন্ধ হয়। সকলের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ রাধারানির সঙ্গে গোপিনীরা নিধুবনে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন হয় অলৌকিক রাসলীলা। আর এই লীলার শেষে রংমহল মন্দিরে প্রবেশ করেন শ্রীকৃষ্ণ। রংমহল মন্দিরে প্রতিদিন শয্যা সাজিয়ে রাখা হয়। শয্যার পাশে থাকে জলের পাত্র মাখন নিমের দাঁতন। পরিধানের পোশাক। রাধারাণীর জন্য থাকে একই বাবস্থ্যা। প্রতিদিন সকালে রংমহল মন্দিরে প্রবেশ করে পুরোহিত দেখেন সাজানো উপকরণ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে আছে। কেউ যেন ব্যাবহার করেছে। এটাই তো ভগবানের লীলা। যুগ যুগ ধরে এমন ভাবেই রাস লীলার মাধুর্য চলে আসছে, যা পঠন শ্রবণ বা কীর্তনের মাধ্যমে রোজই নতুন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবাবেগে লীন হওয়া যায়।

চন্দননগরের ইতিহাসে প্রথম, বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বন্ধ রাখা হল না বিদ্যুৎ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: সকাল থেকেই চন্দননগরে বাইরের দর্শনার্থীরা ছাড়াও বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রতি বছর বিসর্জনের শোভাযাত্রার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখতে হতো। আলোর শহর চন্দননগরের এই প্রথম বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল অবস্থায় বিসর্জনের শোভাযাত্রা চাক্ষুষ করেন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী।

২০২৩ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের তৎপরতায় আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা। প্রায় ১২০ কোটি ব্যয়ে এবারের জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেই সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায়, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার পরম্পরায় ছেদ পড়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের আঞ্চলিক আধিকারিক মধুসূদন রায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মাটির নীচ দিয়ে ১১ হাজার কিলো ভোল্ট লাইন গোটা চন্দননগর শহরে সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এর ফলে, শোভাযাত্রার দিন লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হবে না। রাজ্য সরকার ও মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গোটা ফরাসডাঙা। বাগবাজারের বাসিন্দা বলেন, 'চন্দননগরের বিসর্জনের শোভাযাত্রা বিশ্ববিখ্যাত। এই শোভাযাত্রা দেখতে বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের বাড়িতে আসতেন। কিন্তু ওই দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় আলো, বাতাস ও পানীয় জল না থাকার সমস্যা হতো। গরমেও কষ্ট হতো। এখন আর এই কষ্ট ভোগ করতে হবে না।' মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, 'বিসর্জনের দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হতো। সেই কারণে পানীয় জলের গাড়ি বিভিন্ন এলাকায় পুরনিগম থেকে পাঠাতে হতো। নাগরিকদের সাময়িক অসুবিধেও হতো। কিন্তু আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগরকে মর্যাদা দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখার ব্যবস্থা করেছেন।' এ দিন সন্ধে থেকেই চন্দননগর স্ট্যান্ড ঘাটে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। সেখানে ভিড় সামাল দিতে পুলিশ ও বারোয়ারি পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা হাজির ছিলেন। গঙ্গার ঘাটেও ছিল বাড়তি নজরদারি। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির বিসর্জন ও শোভাযাত্রা উপ-সমিতির চেয়ারম্যান মানব দাস জানান, এবারে ৭০টি বারোয়ারি শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ২৪৫টি ট্রাক শোভাযাত্রায় হাজির ছিল। চন্দননগর স্ট্যান্ড ঘাট থেকে শোভাযাত্রা শুরু হবে। সেখান থেকে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজার হয়ে তালডাঙা, বিদ্যালঙ্কার, পালপাড়া হয়ে জ্যোতির মোড় ঘুরে স্ট্যান্ডে এসেই শোভাযাত্রা শেষ হবে। সারারাত ধরে শোভাযাত্রা ও বিসর্জনপর্ব চলে। ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর মিলিয়ে মোট ১৭টি গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় মোকাবিলায় দমকলের ইঞ্জিন রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, গঙ্গার ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হয়েছে। পুজোর শোভাযাত্রায় মন্ত্রী, বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন, মেয়র রাম চক্রবর্তী, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী, পুলিশ কমিশনার অমিত পণ্ডিত জাভালগি ও কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ, চেয়ারম্যান নিমাইচন্দ্র দাস হাজির ছিলেন। ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে, সার্বিক উন্নয়ন করে চলেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যের সর্বত্র আর্থ, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। চন্দননগর তার সবথেকে বড় প্রমাণ।'

সদ্যোজাতের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ

পালটা রোগীর পরিবারের দিকে আঙুল ডাক্তারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তিন দিনের সদ্যোজাত মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। শুধু তাই নয় মৃত সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন মৃতের পরিবার। এমনকি ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে দরজা-জানালায় লাথি মেরে বিক্ষোভে সোচ্চার হন। রবিবার সকাল ১১ টায় এমন ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলে পুলিশ ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মৃত সদ্যোজাতের পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা এলাকার গৃহবধূ নেহা দাস (২৫) গত ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওইদিন রাতেই স্বাভাবিক অবস্থায় পুত্র সন্তানের জন্ম দেন গৃহবধূ নেহা দাস। কিন্তু জন্মের পর থেকেই ওই সদ্যোজাতের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ছিল বলে পরিবারের অভিযোগ। গত দুই দিন ধরে ওই সদ্যোজাত সমস্যায় থাকলেও চিকিৎসকেরা একবারের জন্য দেখতে আসেনি বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের লোকেরা। অবশেষে রবিবার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ তুলেই বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা।

মৃত সদ্যোজাতের দিদা রঞ্জু দাস বলেন, 'ফুটফুটে নাতিটা তিন দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা। শনিবার থেকে ওই শিশু তার মায়ের দুধ খেতে পারছিল না। দুইদিন ধরে ডাক্তার কল বুক করে পাওয়া যায়নি। রবিবার সকাল থেকে শিশুটির চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল। সেই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে দুধ এনে খাওয়ায়। এরপরই হঠাৎই মারা যায়। তারপরও চিকিৎসকেরা আসেনি। তাতেই পরিবারের লোক এবং গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।' হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুখেন্দু সাহা বলেন, 'ওই শিশুটির শ্বাসকষ্ট সমস্যা বিষয়ে সমস্তরকমভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এদিন সকালে বাড়ির লোকেরা কাউকে না জানিয়ে বাইরে থেকে দুধ নিয়ে এসে খাওয়ানোর চেষ্টা চালায়। আচমকাই ওই সদ্যোজাতের শ্বাসনালীতে দুধ আটকে মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনওরকম গাফিলতি নেই। বাড়ির লোকেদের একটি ভুলের কারণেই এমন ঘটনাটি ঘটেছে।'

জামুড়িয়া জুড়ে জলসংকট, বিক্ষোভমুখী সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায় দীর্ঘকালীন পানীয় জলের সঙ্কট, আর তাতেই বারংবার বিক্ষোভে এলাকার মানুষ। পানীয় জলের দাবিতে রবিবার সকালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জামুড়িয়া বিধানসভার কুনস্তরিয়া মোড়। দাবি একটাই, জলই জীবন তাই নিয়মিত পানীয় জল চাই। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস আগে আসানসোলের কালা ঝরিয়ায় পিএইচই'র পানীয় জলের পাইপলাইন ভেঙে পড়ায় পানীয় জলের খরা নেমে এসেছে জামুড়িয়া তথা শিল্পাঞ্চলের বুকে। যা বারংবার সাধারণ মানুষকে বিক্ষোভের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। রবিবার সাতসকালে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের কুনস্তরিয়া মোড় অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চালালো কুনুস্তরিয়া এলাকার মানুষজন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার বিক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। উভয় পাশেই যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে বড় গাড়ি এমনকি পথচারীরা আটকে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুরিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। তাদের দাবি গত কয়েক মাস থেকে এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জলকষ্টে ভুগছে। দীর্ঘ সমাধান না হলে আমরা আগামী দিনে বড় ধরনের আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব এমনটাই হুঁশিয়ারি দেন তারা। তবে এদিন ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা যায়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৫৫ লক্ষের সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মোটরসাইকেলের ফুটরেস্টে ঢুকিয়ে বাংলাদেশ থেকে সোনা, ঢুকছিল ভারতে। ৫৫ লক্ষ টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। চোরাকারবারিকে হাতেনাতে আটক করেছে বিএসএফ। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বয়রাঘাট সীমান্তে মোতায়েন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের ৭১তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলের ফুটরেস্টে লুকিয়ে রাখা ৫৫ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের অবৈধ সোনা পাচারের চেষ্টাকারী এক ধূর্ত চোরাকারবারিকে আটক করল। বয়রাঘাট সীমান্তে বিএসএফের ৭১তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্র থেকে বিশ্বাসযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পান যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে পিরোজপুর গ্রামের এক ব্যক্তি সীমান্ত ফাঁড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে চোরাচালান করা অবৈধ সোনা পরিবহণ করতে যাচ্ছে।

এই তথ্য পাওয়ার পর, চেকপয়েন্টে মোতায়েন কর্মীদের উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়। আনুমানিক সকাল ১০ নাগাদ বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহভাজন এক মোটরসাইকেল আরোহীকে থামান। পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির সময়, মোটরসাইকেলের পায়ের পাতার ভেতর থেকে দুটি সোনার বিস্কুট এবং দুটি ছোট সোনার টুকরো উদ্ধার করা হয়। কর্মীরা দ্রুত চোরাকারবারীকে আটক করেন। সোনা বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ধৃতকে বর্ডার আউটপোস্ট বয়রাঘাটে নিয়ে আসে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। জেরায় আরও জানিয়েছেন যে মোটরসাইকেলটি তাঁকে অন্য একজন স্থানীয় ব্যক্তি দিয়েছিলেন। যা অন্য কাউকে দেওয়ার কথা ছিল। এই কাজের জন্য তাঁকে ২,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার আগেই বিএসএফ আটক করে। বাজেয়াপ্ত সোনার মোট ওজন ৪৬১.২৯০ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৮০ টাকা। ধৃত চোরাকারবারীকে এবং বাজেয়াপ্ত সোনা, মোটরসাইকেল-সহ পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ কর্মকর্তা সোনা চোরাচালান সম্পর্কিত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এবং জওয়ানদের প্রশংসা করে বলেছেন যে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, তার শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং সতর্ক জওয়ানদের ধন্যবাদ। সোনা চোরাচালান সম্পর্কিত কোনও তথ্য পেলে, তা অবিলম্বে 'সীমা সাথী' হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৯ অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৯০৩৪৭২২২৭-এ বার্তা বা ভয়েস বার্তার মাধ্যমে বিএসএফ-এর সঙ্গে শেয়ার করুন। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

প্রধান শিক্ষক-সহ স্কুলের চার শিক্ষক বিএলও-র দায়িত্বে, চিন্তায় অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রধান শিক্ষক-সহ স্কুলের চার জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেওয়া হয়েছে বিএলও-র দায়িত্ব। স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে ঘোর চিন্তায় পড়েছে কালনার পাঁচরখী বাণী বিদ্যামন্দির প্রাইমারি স্কুল। প্রায় একই সমস্যা কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনোখা কুলেপারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানেও ছাত্র সংখ্যা ৫৪ রয়েছে, দুজন শিক্ষক। দু'জনেরই পড়েছে বিএলও ডিউটি। তাহলে তাঁরা স্কুল করে কিভাবে এক মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করবেন, এই নিয়ে ঘোর চিন্তায় স্কুলগুলি। অভিভাবকদের দাবি, 'আমরা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পড়াশোনার জন্য দিয়েছি। যদি সব শিক্ষকেরই এই কাজ পড়ে যায়, তাহলে কিভাবে স্কুল চালাবেন তাঁরা, কখন তাঁরা পড়াবেন? এ প্রসঙ্গে পাঁচরখি বাণী বিদ্যামন্দির স্কুলের এক শিক্ষক শ্যামসুন্দর পাল বলেন, 'চারজনই শিক্ষক স্কুলের। চারজনেরই বিএলও ডিউটি। আমরা অন ডিউটি পেয়ে গেলেও স্কুলে আসতে হবে। কোনভাবেই স্কুল তো বন্ধ করা যাবে না।' পাশাপাশি স্কুলে এর প্রভাব পড়বে বলেও তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, আনোখা কুলে পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই সমস্যা। যদিও সেই স্কুলের শিক্ষকরা সমস্যার কথা এখনই বলতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য ট্রেনিং-এর পরে সেটি পরিষ্কার না হলে। কি সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে তারা স্পষ্ট কিছু জানায়নি। তবে স্থানীয় এলাকার অভিভাবকদের দাবি, এইভাবে স্কুলে সকলেই বিএলও'র কাজ করলে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মত তাঁদের।

ভুল গ্রুপের রক্তদানে অসুস্থ রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভুল রক্ত দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখান রোগীর পরিবারের লোকেরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ঘটনা। জানা গিয়েছে, জেলার কুশমন্ডি ব্লকের গোয়ালগাঁও এলাকার বাসিন্দা মৌসুমী মার্ডি গত ৩০ অক্টোবর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কুশমন্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরবর্তীতে তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারে লোকেদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে মৌসুমিকে ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয়। এরপরে আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে মৌসুমী। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয় রোগীর পরিবারের লোকেদের তরফে। এ বিষয়ে রোগীর আত্মীয় সল্টু সরেন বলেন, 'আমরা ডোনারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। পরবর্তীতে আবার রক্তের প্রয়োজন হয়। তখন আমাদের রক্ত দেওয়ার কথা বলা হয়। সেই সময় অন্য গ্রুপের রক্তের কথা বলা হয়। আমাদের সন্দেহ হয় রোগীকে হয়তো ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই হয়তো রোগী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

বধূ হত্যা, ধৃত শ্বশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল মৃতার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। অভিযোগ তুলেছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। নদিয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার হরিণঘাটা গ্রামে বিয়ে হয়েছিল হাবিবা খাতুনের। মৃতের মা রহিমা বিবি তাঁর মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে স্বামী মইনুল হাসান শেখ ও তাঁর শাশুড়ির ফাঁসির দাবি চাইলেন। রহিমা বিবি জানান কালিগঞ্জ থানার বল্লভপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। জামাই মইনুল হাসান শেখ ও শ্বশুর, শাশুড়ি তার ওপর অত্যাচার চালাতো বলে অভিযোগ। তিনি অভিযোগ তোলেন, গত শুক্রবার তার মেয়ে হাবিবা খাতুনকে জোরপূর্বক বিষ খাইয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় বাপের বাড়ির লোকজন প্রথমে তাঁকে কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে কালিগঞ্জ থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতের শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক তার স্বামী ও শাশুড়ি।

নয়াগ্রামে স্ত্রীকে খুন করে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ধারালো অস্ত্রে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের বাইশাশোল গ্রামে। মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসে অভিযুক্ত মন্টু ভক্তা স্ত্রী সারথির সঙ্গে অশান্তি শুরু করে। দু'জনের ঝগড়া একসময় চরম অবস্থায় পৌঁছে। সেই সময় ধারাল অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী সারথিকে কুপিয়ে খুন করে স্বামী মন্টু ভক্তা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মন্টু প্রায় দিনই মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া গোন্ডগোল করত। শনিবার রাতে যা চরমে পৌঁছালে মন্টু ধারাল অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়া স্ত্রী সারথির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর ঘটনাস্থল থেকে মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পাঠায়। পরে অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়।

খানাকুল বইমেলার উদ্বোধনে সাহিত্যিক আবুল বাশার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্টজন-সহ বই প্রেমী মানুষের মিলন ঘটলো বই মেলায়। মহা সমারোহে অন্যান্য বছরের মত এবারেও খানাকুল বই মেলার সূচনা হয়ে গেল। খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পরিচালনায় খানাকুল বই মেলার উদ্বোধন হল। রবিবার বিকালে এক মনোজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এর শুভ সূচনা হয়। এদিন বিকালে খানাকুল বই মেলার উদবোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল বাশার। এছাড়াও হাজির ছিলেন সাহিত্যিক পৃথ্বিরাজ সেন,পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক পর্ষদের উপ সচিব ডা. পার্থ কর্মকার, স্পেশ্যাল সেক্রেটারি উত্তম অধিকারী, সাহিত্যিক নার্গিস সাত্তার, খানাকুল থানার ওসি সমীর মুখোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে, এই বই মেলার মূল উদ্যোক্তাই হলেন খানাকুল রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য। বই মেলা চলবে আগামী তিন দিন। এই তিন দিন ব্যাপী বই মেলায় থাকছে নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নামী দামী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ হাজির থেকে বইমেলা নিয়ে কর্মসূচি করবেন। এলাকার একাধিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়েও থাকছে বিভিন্ন কর্মসূচি। রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, 'বিশেষত ছাত্র ছাত্রী ও যুব সমাজকে বই মুখী করতে ও সমাজ গঠনে বই মেলার যে গুরুত্ব তা বোঝাতেই এই মেলার আয়োজন।' সবমিলিয়ে এদিন খানাকুল বই মেলায় বিশিষ্ট জনেদের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিজ্ঞপ্তি

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী SBI, AMCC বসিরহাট, পোস্ট + থানা- বসিরহাটের Chief Manager বলিতেছি যে,আমাদের R.A.C.C হইতে বাকিউল ইসলাম, পিতা সিরাজুল ইসলাম, সাং- বীরপুর, পোস্ট- বীরপুর, থানা- নাকাসী পাড়া, জেলা- নদীয়া, নামবরাবর ২০০৭ সালে বারাসাত DSR II উত্তর ২৪ পরগণা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৬০৪৫ নং সাফ কোবালা দলিলটি খোয়া গিয়েছে। আমি উপরোক্ত মর্মে বসিরহাট থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী করিয়াছি। যাহার নং ২৩৪৬ dated ২৬.০৯.২০২৫, কোন ব্যক্তি উক্ত অরিজিনাল দলিলটির কোন রূপ সন্ধান পাইলে নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন- 9674720649

Chief Manager,
State Bank of India
AMCC-Basirhat

SBI | এসবিআই ওভারসিজ শাখা, কলকাতা (০৪৮০৫) সমৃদ্ধি ভবন ব্লক এ ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ই-মেল - sbi.04805@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওভারসিজ শাখা, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ -এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৮.২০২৫** তারিখে **প্রকাশ প্লাই সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, ৬১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০১২, এবং ডিরেক্টরগণ এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ ১) শ্রী সত্য প্রকাশ পান্ডে, নিবাস - পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক -এ, লেক টাউন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৯, ২) শ্রী রাম প্রকাশ পান্ডে নিবাস- ৬৭/২১, স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ এবং কর্পোরেট জামিনদাতা ইম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৫ম তল, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০১২** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,০৩,৯৯,১৪০.০০ টাকা (এগারো কোটি তিন লাখ নিরানব্বই হাজার একশো চল্লিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওভারসিজ শাখা, কলকাতা ১১,০৩,৯৯,১৪০.০০ টাকা (এগারো কোটি তিন লাখ নিরানব্বই হাজার একশো চল্লিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় দোতলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবনে **মেসার্স ইম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড,** প্রেমিসেস নং ১০১/৫, ওয়ার্ড নং ৫১, অবস্থিত সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, থানা : তালতলা, কলকাতা- ৭০০০১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পরিমাপ এরিয়া **৭১৭.৯৪৬ বর্গ মিটার** কমবেশি **(৯২৭৩ বর্গফুট)** সুপার বিল্ট এরিয়া।

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া,
ওভারসিজ শাখা, কলকাতা

SBI | এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২) পো - খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১৩০২, ই-মেইল- sbi.00202@sbi.co.in

গাড়ীর নিলাম

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : রাহুল মজুমদার, মোবাইল ৮৩৭৩০৫৩৬৫০ ই-মেইল sbi.00202@sbi.co.in

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা পুরাতন বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানবাহন **১০.১১.২০২৫ (সোমবার)** তারিখে উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম সকাল **১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এসবিআই খড়গপুর শাখায়, পো - খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১৩০২, যোগাযোগ নম্বর- ৮৩৭৩০৫৩৬৫০/ ৯৭৩২৬৪৭০৯৫।**

ভেহিকেলের বিস্তারিত :

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	যানবাহন পর্যবেক্ষণের তারিখ, সময় এবং স্থান	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	মেক এবং মডেল : Hyundai Motor India Ltd. Exter 1.2 AMTKAPPASX(O) CONNECTDT রেজিস্ট্রেশন নং WB34CD2119 ইঞ্জিন নং G4LAPM603301 চেসিস নং : MALB581CYPM011711 রেজিস্ট্রেশনের তারিখ : ২৬.০৭.২০২৩ মালিকের নাম : মৌমিতা সিনহা	০৬.১১.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টাথেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এসবিআই খড়গপুর শাখা	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৫,৮৪,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : প্রযোজ্য হার অনুসারে এই দামগুলিতে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত যানবাহন "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

ক) আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ **(ইএমডি ৫৮,৪০০.০০ টাকা)** সমপরিমাণ জামানত সহ ০৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা পর্যন্ত "**এসবিআই খড়গপুর শাখা" এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট / ব্যাংকার্স চেকের মাধ্যমে** জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পরিচয়পত্রের পর্যাপ্ত ফটোকপি "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" এর সাথে ভেন্যুতে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ "বিড" পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে "বিক্রয় শংসাপত্র" ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্ট ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।

গ) দরপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে তা অবহিত করা হবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে বায়না জমা বাদ দেওয়া হবে। রোড ট্যাক্স, বীমা, আরটিও-এর মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন, পার্কিং চার্জ ইত্যাদির মতো যেকোনো আইনগত বকেয়া ক্রেতা বহন করবে।

ঙ) কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/স্থগিত করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। "**এসবিআই খড়গপুর শাখা**" বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য **কোনওভাবেই দায়ী নন**।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৫
স্থান : খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত কর্মকর্তা,
এসবিআই খড়গপুর শাখা

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - টি ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৯.১১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত, পিতা অশোক রক্ষিত, ৩০২, ভিল নং : ১, করুণাবাড়ি, লালুক, পো -লালুক,উত্তর লখিমপুর, অসম, পিন : ৭৮৪১৬০, (গভ.হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নিকট)। **শ্রীমতি বর্ষা রক্ষিত,** স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত, সোনার গাঁও, অ্যাস্টর ভিলা নং ৩৪, মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, পো বাকরাহাট, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন : ৭৪৩৩৭৭। (বিবেকানন্দ টিচিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নিকট)। **শ্রীমতি বর্ষা রক্ষিত,** স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত ৩০২, ভিল নং : ১, করুণাবাড়ি, লালুক, পো -লালুক,উত্তর লখিমপুর, অসম, পিন : ৭৮৪১৬০, (গভ.হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নিকট)। **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত,** হিতাচি রেল এসটিএস, পো বক্স -১২৯১৫, রিয়াদ -১১৪৮৩, রাজধানী সৌদি আরব। **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত,** সোনার গাঁও, অ্যাস্টর ভিলা নং ৩৪, মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, পো বাকরাহাট, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন : ৭৪৩৩৭৭। (বিবেকানন্দ টিচিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নিকট)। **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত,** ৩১৬৪ এএল ওয়ালিদ বিন আবদুলমালিক-তুয়াইক জেলা, ইউনিট ০.০০ নং ৭, রিয়াদ-১৪৯১২-৬৮১২, রাজধানী সৌদি আরব।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ১ কাঠা ০৮ ছটাক , তথা ২.৪৭৫ ডেসিমেল সমপরিমাপ ১০৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত এক পাকা জি-১ তলা ভবন, বাগান বাংলোর সঙ্গে পরিচিত "**অ্যাস্টর ভিলা নং ৩৪**", ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১০১৯ বর্গফুট (একতলায় ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৪৩৭ বর্গফুট, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং দোতলায় ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৪৩৭ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি উভয় তল টাইলসের মেঝে এবং এক পূজা ঘর ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১৪৫ বর্গফুট) সিঁড়ি, সিঁড়ি ঘর মার্বেল মেঝে প্রকল্প **সোনার গাঁও**। অবস্থিত মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৭, থানা: বিষ্ণুপুর, বাকরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর বিষ্ণুপুর , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৬৪৯৫/২০২২, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অ্যাস্টর ভিলা নং ৩৫; **দক্ষিণে :** অ্যাস্টর ভিলা নং ৩৩; **পূর্বে :** অ্যাস্টর ভিলা নং ৪১; **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড।	৩২,৩৮,০০০.০০ টাকা **(বত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা)** ০৩.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৪.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯
	সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত	**পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৪.১১.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৩.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

‘আমাদের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই’

বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের গাছে উলটো করে ঝুলিয়ে মারার নিদান হাড়োয়ার তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: ‘আমাদের অস্তিত্বের লড়াই, বাঁচার লড়াই। এসআইআর করে একটি বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে তার কৈফিয়ত নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে। বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে মারা হবে।’ হুঁশিয়ারি হাড়োয়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেক মোল্লার।

শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খলিছড়ি কমিউনিটি হলে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। দলের নির্দেশ মেনে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা হাড়োয়া ব্লক দুই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীরা এসআইআর নিয়ে কর্মশালা করেন শালিপুর অঞ্চলের খলিসাদী কমিউনিটি হলে। আর এখানেই নেতাকর্মী সমর্থকদের

সামনে তিনি বলেন, ‘আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা কাজ করছি। সকল ধর্মের মানুষ এতদিন ভোট দিয়ে এসেছেন। তাঁদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এমপি এমএলএ নির্বাচিত হয়েছেন। এখন হঠাৎ করে তাঁদের নাম তো বাদ দেওয়া যাবে না। যারা দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছে সেইসব বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা ছাড়বো না। কেউ যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে, তার দায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। তাই বলছি, এসআইআর থেকে কোনও বৈধ ভোটারের নাম যদি বাদ যায়, এলাকার বিজেপি নেতাদের গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে মারতে হবে।’ এ দিনের এই বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে একাধিক মহলে। শনিবার সন্ধ্যায় দলের নির্দেশ মোতাবেক কর্মশালা চলছিল। আর এখানেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

বসিরহাটে ২০০২-এর লিস্ট থেকে উধাও ৪৮ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোটার লিস্ট বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না নির্বাচন কমিশনের। আবারও বসিরহাটে ২০০২-এর নতুন ভোটার লিস্ট থেকে উধাও ৪৮ জন ভোটারের নাম। আর তা নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করেছেন বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁদের দাবি, এভাবেই বৈধ নাম বাদ দিয়ে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। তবে এই দুর্নীতি তাঁরা মানবেন না। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আগুন জ্বলবে বাংলায়।

এমন ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার এলাকায়। অভিযোগ, বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের নিমদাড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন হাসনাবাদ বিধানসভার অংশ ৯৬-৫১ নম্বর বুথের ঘটনা। তৎকালীন ২০০২-এর ভোটার লিস্টে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৯৬ জন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার যে নতুন ভোটার লিস্ট আপলোড করেছে, সেই লিস্টে ৮৪৮ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বাদ গিয়েছে, ৪৮ জন ভোটারের নাম। সেই নিয়ে আতঙ্কে পড়েছেন বাদ পড়া ভোটাররা। একের পর এক এই ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাওয়ার কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে বসিরহাট এলাকার মানুষ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট এলাকায়। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশন নতুন করে ২০০২-এর ভোটার লিস্ট আপলোড করে এই বাদ দেওয়া ভোটারগুলো নাম যাতে নথিভুক্ত করা হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। এদিকে যখন এসআইআর শুরু হচ্ছে, তখন আতঙ্কের ছাপ চোখের মুখে ভাসছে বাদ পড়া ভোটারদের। এরমধ্যে ২২ জন হিন্দু বাকি ২৬ জন মুসলিম সম্প্রদায় মানুষ রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে জন্মস্থান এখান থেকেই তাঁরা কেউ ২০, ২৫, ৩৪ বার ভোট দিয়েছেন। হঠাৎই এসআইআর চালুর মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গ্রামে। ৮৪৯ থেকে ৮৯৬ জনের মধ্যে ৪৮ জন বাদ হয়ে গেছে, ফলে এক প্রকার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়া বাসিন্দারা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গোপাল সরদার বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের মত দেশের এত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, এটা কি করছে? যেখানে এমনিতেই এসআইআর এর নামে মানুষ দ্বিধাগ্রস্থ, অনেকে আত্মহত্যা পথ বেছে নিচ্ছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে এমন কাজ মানা যায় না। এখানে কেউ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে তার দায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদেরই নিতে হবে।’

খানাকুলের তৃণমূল নেতার হাতে মদের গ্লাস! ছবি ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বাক যুদ্ধ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ চলছে। সমাজমাধ্যমে খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বর্তমান কোর কমিটির সদস্য দীপেন মাইতির মদ্যপ অবস্থার ছবি ভাইরাল। খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ তৃণমূল নেতা দীপেন মাইতির মদ্যপ অবস্থার ছবি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন। তারপরই শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। যদিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি একদিন দৈনিক পত্রিকা। জানা গেছে, বেশকয়েকদিন আগে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ককে ওই তৃণমূল নেতা একটি সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে সাক্ষাৎকার দিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন এবং কুরুচিকর কথা বলেন বলে অভিযোগ।

এরপর তৃণমূল নেতা দীপেন মাইতির মদের গ্লাস হাতে করা অবস্থায় এবং সামনে মদের চাট থাকার ছবি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে। খানাকুলের তৃণমূলের একাংশের দাবি, সামনে ভোট আসছে,তাই নেতাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই সব করছে তৃণমূল। তবে বিজেপির দাবি, তৃণমূল মানেই চরিত্রের দোষ আর মদ খেয়ে কাটমানি খেয়ে ফুর্তি করা। সমাজের উন্নয়নের কথা ভাবে না। নিজেদের উন্নয়নের কথা ভাবে।এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘ছবিতে তৃণমূল নেতা দীপেন মাইতির মদের গ্লাস হাতে দেখতে পারছেন। কিছু দিন আগে একটি সংবাদমাধ্যমে আমার মা মাসি চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করেছে। এখন জনগন বলবে ব্যক্তিটা কি রখম। কে মাতাল আর কে চাতাল।’ অপরদিকে খানাকুলের ওই তৃণমূল নেতাকে বার বার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি। তবে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘ওটা অনেক আগের ছবি। আমার ছেলে মারা গিয়েছিল। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। তাই একটু নেশা করেছিলাম। আমি তো মদ খাই। উনি তো দুধ খায়। উনি বিধানসভায় থাকেন। এটা নিয়ে কুৎসা করছেন।’

দুর্গাপুর আদালতের সভাপতি পদে ভোটযুদ্ধ ঘিরে উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে লড়াই জমে উঠেছে দুর্গাপুরে। আগামী ৪ নভেম্বর হবে নির্বাচন। এবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ৯৭জন। মোট ভোটার আছেন ৯২৪ জন। প্রচার অভিযানে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রার্থী আইনজীবী সঞ্জীব কুণ্ডু। যাঁর প্রচার বার্তা মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ‘আপনার ভোট, আপনার উন্নয়ন, আপনার জয়, আপনার সঙ্গে থাকব আমি।’ নির্বাচনে ভোটের প্রচারে রয়েছে এবার তার এই স্লোগান। রবিবার প্রচারের শেষ দিনে দুর্গাপুরের একটি হোটেলে দ্বিতীয় সাংবাদিক সম্মেলন করেন সঞ্জীব বাবু। সঞ্জীববাবু বলেন, ‘আমি কোর্টের মাটি থেকে উঠে আসা একজন কর্মী।

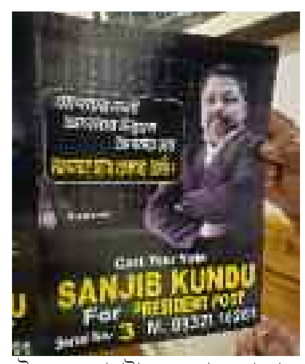

উন্নয়নের ধারাটা যেন থেমে না যায়, সেটাই আমার অঙ্গীকার।’ তাঁর নির্বাচনী পুস্তিকায় মোট ৫৬টি কাজ ও প্রতিশ্রুতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০টি সম্পন্ন প্রকল্প, ১২টি চলমান উদ্যোগ ও ২৪টি নতুন পরিকল্পনা।

এসআইআর চালু হতেই বাংলাদেশে ফেরার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এসআইআর চালু হতেই বাংলাদেশে ফেরার হিড়িক এদেশে লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের। গত কয়েকদিনের পর এদিন আবারও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর সীমান্তে ৩৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার। এসআইআর চালু হতেই সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার হিড়িক বাংলাদেশিদের। ফলে আবারও সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় স্বরূপনগরের বিথারি সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার ৩৮ বাংলাদেশি নাগরিক। এরা সকলেই বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজে যুক্ত ছিলেন। এসআইআর শুরু হতেই ভারত ছেড়ে নিজেদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রতিটি সীমান্ত দিয়ে। আর ফিরে যাওয়ার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ছে তাঁরা। রবিবার তাঁদেরকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সকলকে পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন।

রেললাইন পারাপারে দুর্ঘটনা, মৃত্যু তিন বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: সামশেরগঞ্জের নিমতিতার নতুন শিবনগর এলাকায় রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল তিন বালকের। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আরও একজন। রবিবার দুপুরের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। বিশাল বাহিনী নিয়ে আসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ও ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রেলের আন্ডারপাশে জল জমে থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি স্থানীয় মানুষের। ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ি করে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। মৃত তিন বালকের নাম শেরু শেখ, রিহাত শেখ ও ফেকারুল শেখ। প্রথম দু’জনের বাড়ি সুতি থানার মধুপুর। ফেকারুল সামশেরগঞ্জ থানার নতুন শিবনগরের বাসিন্দা। পাশাপাশি দুই গ্রাম। মৃতদের বয়স ৯-১১ বছরের মধ্যে। রিহাত শেখ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে লাইন পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। দু’দিক থেকে ট্রেন আসায় চার বালক লাইনের উপর থতমত খেয়ে যায়। একজনকে

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আজিমগঞ্জ ফরাক্কা, শাখার নতুন শিবনগর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবনগর এলাকায় আন্ডারপাসে বেশ কিছুদিন থেকে জল জমে রয়েছে। আন্ডারপাসের রাস্তা ছয় সাত ফুট জলের তলায় রয়েছে। যার ফলে আন্ডারপাস দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়েই এলাকার মানুষকে রেললাইনের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, ‘বছরের প্রায় ছ’মাস আন্ডারপাস জলে ডুবে থাকে।’ তিন নাবালকের মৃত্যুর খবরে নতুন শিবনগর গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে।

ঝাড়গ্রামে সদ্যোজাত কন্যার মুখে বিষ! অভিযুক্ত ঠাকুমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ‘মেয়ে কেন?’ সদ্যজাতের মুখে বিষ! অভিযুক্ত ঠাকুমা কন্যা সন্তান জন্মে খুনের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে। জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত তালগ্রামের ঘটনা। অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্মানোর অপরাধে শনিবার সদ্যোজাত শিশুর মুখে বিষ ঢেলে খুনের চেষ্টা করেছেন তারই ঠাকুমা। শনিবার রাতে শিশু কন্যার মামা দাদুর বেলিয়াবেড়া থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ঠাকুমা মালা মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় এলাকা জুড়ে নিন্দা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, মাত্র ১৬ বছর বয়সেই গ্রামেরই এক ২২ বছরের যুবকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ওই নাবালিকা। কিছুদিন চেন্নাইয়ে থাকার পর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফিরে আসে বাপের বাড়িতে। সম্প্রতি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় সে। পরে নবজাতককে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেলে শুরু হয় মানসিক নির্যাতন। পরিবারের অভিযোগ, ‘ছেলে নয়, মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছে’ এই কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শাশুড়ি এবং সদ্যোজাত শিশুর মুখে বিষ ঢেলে দেন বলে অভিযোগ।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে তপসিয়া

গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল হয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, পেট ওয়াশের পরও শিশুটি তীব্র শ্বাসকষ্ট ও খিঁচুনিতে ভুগছে। বর্তমানে হাসপাতালে শিশুটি সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। অন্যদিকে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আকাঙ্খা ভাস্কর বলেন, ‘যেখানে এমন ঘটনা ঘটছে, সেখানে সচেতনতা প্রচার হবে। রাজ্যে কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প রয়েছে। সবাই মিলে এক সঙ্গে লড়তে হবে।’

তৃণমূলের বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ রাজ্যের মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তৃণমূলের বিএলএ-দের নিয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের তথ্য কেন্দ্রে শুরু হল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। রয়েছেন দুর্গাপুরের এক নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি রাজীব ঘোষ, দু’নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় তিন নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সিফুল সাহা।

তিনটি ব্লকের বিএলএ-দের বোঝানো হয় তাঁরা কিভাবে বিএলও-দের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকবেন। সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁরা কিভাবে সাহায্য করবেন।

অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি মতুয়া মহাসংঘের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মমতা ঠাকুরের আমরণ অনশণের দিনে মমতা ঠাকুরের বাড়ির সামনে অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুর অনুগামী মতুয়া মহাসংঘের। আগামী ৫ নভেম্বর রাস উৎসবের প্রস্তুতি মিটিং থেকে রবিবার শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন দাবি করেন, ‘মমতা ঠাকুর বলেছেন শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের জন্ম মিথ্যা। মমতা ঠাকুরের এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তা-না হলে আগামী ৫ নভেম্বর মমতা ঠাকুরের বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে, যতক্ষণ না মমতা ঠাকুর ক্ষমা চাইবেন।’

আসানসোলে স্কুলে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের বেসরকারি একটি নামি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ব্যাপক বিক্ষোভ। তারাই প্রকৃত কর্তৃপক্ষ বলে দাবি নিয়ে দুই পক্ষ সম্মুখ সমরের হাজির হন রবিবার। চার্চের দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট, অশান্তি হয়। গত কয়েকদিন ধরে এই অশান্তির জেরে পঠন-পাঠন শিকেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের দুটি গ্রুপ একটি আসানসোল এজি চার্চ, অন্যটি এজি চার্চ নর্থ ইন্ডিয়া। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। নর্থ ইন্ডিয়া গ্রুপের দাবি, তাঁরা আসল কর্তৃত্ব তাই তাঁরা নতুন কমিটি করেছেন এবং আসানসোল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। অভিযোগ, কেউ কেউ

জেলে আছেন কারো কারো কোর্টের নোটিশ গেছে। আসানসোল এজি পাস্তার অলিভার জর্জকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাস্তার হিসাবে জর্জ কুট্টকে আনা হয়েছে এজি এন আই অর্থাৎ নর্থ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। অন্যদিকে, আসানসোল এজি কর্তৃপক্ষের দাবি তাঁরা অটোনামাস বডি। নর্থ ইন্ডিয়া গ্রুপ কেউ না। তারা শুধু রিলিজিয়াস টুকু দেখেন। অন্য কোনও ক্ষমতা নেই। তাদের না জানিয়ে নতুন পাস্তার নিয়োগ করেছে। এই নিয়ে অশান্তি। এজি নর্থ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের দাবি, এজি আসানসোল ভর্তি নিয়ে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। তাই পাস্তার-সহ পুরানো কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নতুন কমিটি গড়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই তদন্তে বাধা দিচ্ছে আসানসোল কমিটি।

ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারের কয়েল চুরি, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়াঁ: গ্রামে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে কয়েল চুরির প্রতিবাদে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার। গ্রামের নিরাপত্তার দাবি এদিন দীর্ঘক্ষণ কেন্দা ফাঁড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চিচুড়িয়া গ্রামের মানুষজন। এদিন

ফাঁড়ির সামনে গ্রামবাসীরা দফায় দফায় পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে বলতে থাকেন, ‘পুলিশ বর্তমানে তোলা আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, যে কারণে গ্রামগুলিতে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না।’ জানা যায়, শনিবার রাতে একটা থেকে দেড়টা নাগাদ জামুরিয়া বিধানসভার অন্তর্গত চিচুড়িয়া গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ৫০০ কেবি’র বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে কয়েল চুরি হয়ে যায়। তারপর থেকেই গ্রাম অন্ধকার। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই ঘটনা আট থেকে ১০ জনের একটি দল ঘটিয়েছে। পাশাপাশি তারা আরও অভিযোগ করেন, এর আগে গ্রামে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে, গ্রামবাসী পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পরেও পুলিশ যেন নির্বিকার। এদিন কয়েকশো গ্রামবাসী ফাঁড়ির প্রধান ফটক অবরোধ করেন। তবে সেই সময় কেন্দা ফাঁড়ির আইসি ফাঁড়িতে উপস্থিত না থাকায় দীর্ঘ দশ মিনিট দেখে, গ্রামবাসীরা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে দ্রুত আইসি পৌঁছে যান ফাঁড়িতে। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি, রাতে বারংবার পুলিশ পেট্রোলিং করতে হবে গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের বিভিন্ন মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ও সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে হবে।’

ধৃত গাঁজা ডেলিভারি বয়, উদ্ধার ১০ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: গাঁজা ডেলিভারি দিতে এসে গ্রেপ্তার এক। উদ্ধার প্রায় সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা। রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ প্রায় সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা-সহ এক গাঁজা কারবারিকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত বছর ২৭ এর ইমাদুল মণ্ডলের বাড়ি বাগদা থানার মেহেরানি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর ছিল বাগদার মেহেরানি থেকে ইমাদুল বনগাঁ থানার ভিড়া কালভার্ট এলাকায় গাঁজা ডেলিভারি দিতে আসবে। খবর অনুযায়ী সময় মতো ভিড়া কালভার্ট এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। সেখানেই হাতেনাতে ইমাদুলকে গ্রেপ্তার করে এবং সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। ধৃত ইমাদুলকে রবিবার বনগাঁ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে উদ্ধার হওয়া সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা।

ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা বারোয়ারিতে মহিলা সেজে জগদ্ধাত্রীকে বরণ করলেন পুরুষরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভদ্রেশ্বরেই রয়েছে তেঁতুলতলা বারোয়ারি। সেখানেই রয়েছে এক আজব রীতি। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মহিলা সেজে প্রতিমাকে বরণ করতে দেখা গেল পুরুষদের। বহুকাল থেকেই প্রাচীন এই প্রথা চলে আসছে ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলায়। আলোয় ভেসেছে চন্দননগর। যদিও এখন বিদায়বেলায় মুখভার চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর-সহ আশপাশের বাসিন্দাদের।

শোনা যায়, ইংরেজ ছাউনি ছিল ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি এলাকায়। ব্রিটিশ শাসনকালের ওই সময় গোটা অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল। সর্বত্রই দেখা যেত গোরা সৈনিকদের। তাঁদের

অত্যাচারে ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত এলাকার বাসিন্দারা। তীব্র ভয়ে থাকতে হত এলাকার মহিলাদের। খুব প্রয়োজন হলেও বাড়ি থেকে বের হওয়ায় ছিল রীতিমতো দায়। তাই সিংহভাগ সময় তাঁদের থাকতে হত বাড়ির অন্দরমহলেই। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজো হতো সেই সময়েও। কিন্তু পুজোর যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাল দিতেন পুরুষরাই। ঠাকুর বরণের সময়েও একই ছবিই দেখা যেত। তবে বরণের পুরো প্রক্রিয়াই চলত মহিলাবেশে। পুরুষরাই মহিলাদের মতো সেজে প্রতিমাকে বরণ করতেন। আর সেই থেকে এই প্রথাই চলে আসছে তেঁতুলতলার পুজোয়। শাড়ি পরে মাথায় সিঁদুর দিয়ে স্ত্রী সেজে মহিলাবেশে বরণ-ডালা হাতে জগদ্ধাত্রী বরণ করেন পুরুষরা। তারপরই রীতি মেনে বের হয় জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা। এও শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুর গৌরহাটিতে বাস করতেন। তিনি রাজার অনুমতিতে দুই বিধবা কন্যাদের ইচ্ছায় নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু করেন। সেই পুজোই পরবর্তীতে চলে আসে তেঁতুলতলায়। নাম হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি। ২৩৩ বছর ধরে পুজো চললেও সেই পুরনো রীতির আজও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তবে শুধু এখানে নয়, পুরুষদের বরণ করতে দেখা যায় চন্দননগরের তেমাথা রানি মায়ের পুজোতেও।

বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের জন্য বসবে রোপওয়ে!

ছাড়পত্র দিল এনআইএ

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর: এ বার রোপওয়েও চালু হবে বৈসরন উপত্যকায়। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) থেকে রোপওয়ের কাজের জন্য ইতিমধ্যে সবুজ সঙ্কেতও পেয়ে গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার।

উল্লেখ্য, পহেলগাঁওকাণ্ডের পরে ওই জঙ্গিহানার তদন্ত চালাচ্ছে এনআইএ। তাই সেখানে রোপওয়ে তৈরি করা যাবে কি না, সে বিষয়ে এনআইএ-র থেকে জানতে চেয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। রবিবার এনআইএ আধিকারিক সূত্রে জানা যায়, পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় রোপওয়ের কাজে অনুমোদন দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। এনআইএ-র এক আধিকারিক পিটিআইকে বলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমরা জানিয়ে দিয়েছি, তদন্তের দিক থেকে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

বৈসরন উপত্যকায় এই ১.৪ কিলোমিটার রোপওয়ের জন্য ৯ হেক্টরের কিছু বেশি জমির প্রয়োজন। জম্মু ও কাশ্মীরের বন দপ্তরের জমিতেই সেটি তৈরি হবে। পহেলগাঁওয়ের যাত্রীনিবাস থেকে বৈসরন পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে এই রোপওয়ের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে রোপওয়ে চালু করার জন্য আগেই উদ্যোগী হয়েছিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ এই রোপওয়ে প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর কেবল কার কর্পোরেশন'। চলতি সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে পহেলগাঁওয়ের বিধায়ক আলতাফ আহমেদ ওয়ানি জানান, একটি সংস্থাকে এই কাজের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পহেলগাঁওকাণ্ডের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ওই কাজ শুরু করা যায়নি।

যোধপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১৮

যোধপুর, ২ নভেম্বর: ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা রাজস্থানের যোধপুরে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জন জনের। ভারত মালা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাভেলার গাড়ি। এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরও ৩ জন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে এসে পরিস্থিতি তদারকি করেন খোদ রাজস্থানের পুলিশ কমিশনার। পরিচয় জানামাত্র পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট।

পালোডির পুলিশ সুপার কুন্দন কানোরিয়া জানিয়েছেন, যোধপুর থেকে ২২০ কিলোমিটার দূরে কোলায়াত মন্দির দর্শন করে ছোটখাটো বাসের আকারের ট্রাভেলার গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন একদল পুণ্যার্থী। মৃতেরা যোধপুরের পালোডি এলাকারই বাসিন্দা। রবিবার সন্ধে নাগাদ ফিরতি পথে ভারত মালা এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে সজোরে ধাক্কা মারে ট্রাভেলারটি। তীব্র গতিতে থাকায় ট্রাভেলার গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। শুরুতে আহত ও নিহতদের গাড়ি থেকে বের করাও কঠিন হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গ্যাস কাটার ব্যবহার করে তাঁদের গাড়ির বাইরে বের করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেনিয়ায় ভূমিধসে মৃত অন্তত ২১: লাগাতার বর্ষণে বিপর্যস্ত কেনিয়া। দেশের পশ্চিম অঞ্চলে নেমেছে ভূমিধস। দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ২১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ অন্তত ৩০। ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বহু রাস্তা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

কেনিয়ার এক মন্ত্রী কিপচুম্বা মুরকোমেন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'এই মর্মান্তিক ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/533/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Construction of Proposed C.C. Road and Slab (marked as Sl. 1/174) from Roy Bari to Maity Bari at Booth No.-174 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.9,80,181.00
WBMAD/ULB/ RSM/531/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Construction of Proposed concrete slab over existing surface High drain at New K.B Roy Garden at Booth No.-173 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.9,68,646.00

Bid Submission end date: **22.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Councillors
Jangipur Municipality
P.O.- Raghunathganj, Dist- Murshidabad
e-Tender Notice
Name of the work: Different development work under **"Amader Para Amader Samadhan 2025"** within **Jangipur Municipality.**
Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/APAS/NIeT1/25-26 (1st Call)
Tender ID: 2025_MAD_935640_1 to_20
Date & Time of Publishing: 03/11/2025 at 10:00 Hrs.
Last Date & Time of bid submission: 20/11/2025 at 18:00 Hrs.
For details please visit **https://wbtenders.gov.in** or **Jangipur Municipality Notice Board** and website **www.jangipurmunicipality.org** and **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Jangipur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1017/25-26 Dated 18.10.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 1/205) from Ganguly Group to Bhola Ganguly Flat at Booth No.-205 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,89,961.00
WBMAD/ULB/ RSM/1018/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 2/205) from Hemanta Ganguly Shop to Bypass at Booth No.-205 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,21,277.00
WBMAD/ULB/ RSM/1019/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab (marked as Sl. 6/205) from H/o Dipankar Roy to H/o Bhola Ganguly at Booth No.-205 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,80,393.00
WBMAD/ULB/ RSM/1020/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Basudev Chowdhury towards Sibran Kanjilal at Natunpally Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 107 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,43,404.00
WBMAD/ULB/ RSM/1021/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Goutam Dhar towards Nemai Bhadra at Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 107 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,09,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/1022/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Gour Mondal towards Chand Makal at Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 107 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,25,537.00
WBMAD/ULB/ RSM/1034/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Slab over Surface Drain (marked as Sl. 2/273) from H/O Amar Biswas to H/O Haripada Das at Booth No.-273 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,83,750.00
WBMAD/ULB/ RSM/1035/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Surface Drain (marked as Sl. 5/265) from H/o Laltu Halder to Milan Sangha at Booth No.-265 of Ward No.- 31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,59,679.00
WBMAD/ULB/ RSM/1036/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Ilias Mondal to H/O Abdul Mannan Mondal (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 253 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,44,346.00

Bid Submission end date: **17.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/959/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed Surface Drain with Slab & Culvert (marked as Sl. 1/263) from Gour Naskar's House to Laxmi Dutta House at Booth No.-263 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,61,051.00
WBMAD/ULB/ RSM/960/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed Surface Drain with Slab (marked as Sl. 4/263) from Ashit Dey's House to khitish dey House at Booth No.-263 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,37,984.00
WBMAD/ULB/ RSM/961/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab and Culvert (marked as Sl. 5/263) from Raja Chandra's House to Babu roy Chowdhury house at Booth No.-263 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,95,104.00
WBMAD/ULB/ RSM/962/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 1/265) from House of Ajit Das to House of Swapan Das at Booth No.-265 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,99,531.00
WBMAD/ULB/ RSM/963/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 1/310) from Pradip Kr. Dey's House to Shristi Appt. Goli at Booth No.-310 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 4,25,490.00
WBMAD/ULB/ RSM/964/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 2/310) from Bablu ghorai's House to Rabin Naskar House's at Booth No.-310 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,73,113.00
WBMAD/ULB/ RSM/965/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 4/310) from Rajeshree Appt. to Rajwada Appt. at Booth No.-310 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,80,303.00
WBMAD/ULB/ RSM/967/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Goutam Chatterjee House towards Anik Chakraborty House at Kamdev Sarbobhoumya Road Bye Lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-200(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,957.00
WBMAD/ULB/ RSM/968/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Panchu Halder house towards Sanjib Mondal house at Vivekananda Avenue Bye Lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-200(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,97,125.00
WBMAD/ULB/ RSM/969/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Pradip Majumder house towards Jaya Mondal Via Tapan Banerjee house at Vivekananda Avenue in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-200(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,957.00
WBMAD/ULB/ RSM/970/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Shib Sankar Thapa House towards Saktipada Mishra house at Vivekananda Avenue bye lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-200(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,25,595.00

Bid Submission end date: **17.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

eTender notice of Laxminarayanpur GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Laxminarayanpur GP invited eTender of 32(Thirty Two) Schemes of APAS vide NIT No-07/LGP/25-26 DATED.15.10.2025
Bid End Date : 11/11/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan
Laxminarayanpur Gram Panchayet

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 22(Twenty Two) Schemes of APAS vide NIT No-07/GGP/25-26 DATED.30.10.2025
Bid Starts : 01/11/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-25/2025-26, Sl. 1-12, Date- 27.10.2025. Bid Submission Start Date : **28.10.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **13.11.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **15.11.2025 at 11:00 AM.** For **NIT 18, 19, 20, 21, 23, 24** Bid Submission End Date Extended **13.11.2025 up to 11:00 AM** and Technical Bid Opening Date Extended **15.11.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** **Sd/-**
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-10/APAS/25-26, Memo No-781, Date- 29/10/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-11/APAS/25-26, Memo No-781/1, Date- 29/10/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **30.10.2025 (NIT-10), 31.10.2025 (NIT-11).** Bid Submission end Date- **18.11.2025 (NIT-10), 19.11.2025 (NIT-11).** Bid Opening Date- **20.11.2025 (NIT-10), 21.11.2025 (NIT-11).** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1208/ 25-26 Dated 31.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Shafali Bedding to Mousumi Mondal via Gurupada Bhunia in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 50 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,15,275.00
WBMAD/ULB/ RSM/1234/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road and RCC slab casting at Natunpally Kalibari Lane from Ajoy Singh Gola towards Ganesh Mondal in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 105 (Proposul Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,77,352.00

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/386/ 25-26/2nd Call Dated 30.10.2025	Construction of Concrete Road from Gopal Mondal House to Biswajit Roy via Sanjib Nath's house near Ration Shop in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,42,259.00
WBMAD/ULB/ RSM/393/ 25-26/2nd Call Dated 30.10.2025	Construction of Concrete Road at Iscon Temple near Barendrapara Ration Shop at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,35,153.00
WBMAD/ULB/ RSM/394/ 25-26/2nd Call Dated 30.10.2025	Construction of Concrete Road from Arka Niyogi House to Ration Gharami House opposite ration shop at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,87,960.00
WBMAD/ULB/ RSM/395/25-26 / 2nd Call Dated 30.10.2025	Construction of Concrete Road Rajani Apartment to Laha Bari Road near Aghore Sarani in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,13,602.00
WBMAD/ULB/ RSM/532/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/301) beside Ground Indiana at Booth No.- 301 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 4,14,149.00
WBMAD/ULB/ RSM/1204/25-26 Dated 31.10.2025	UPGRADATION OF COVERED SURFACE DRAIN FROM ASHIS CHOWFHURY HOUSE TO RAMCHANDRA GHOSH HOUSE In ward No - 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station-161,Proposal SL No:-4 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,69,134.00
WBMAD/ULB/ RSM/548/25-26 / 2nd Call Dated 31.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/256) from Purba Para Shiv Mandir to Peyarabagan Road at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,93,534.00
WBMAD/ULB/ RSM/549/25-26 / 2nd Call Dated 31.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/256) from Dr. G.R.Das's House to Sibash Halder's House at Booth No.- 256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,32,797.00
WBMAD/ULB/ RSM/550/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 5/256) from Opposite Side of Sanat Das's House to Sumit Das's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,34,940.00
WBMAD/ULB/ RSM/551/25-26/ 2nd Call Dated 31.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 7/256) from Angan to Rina Roy's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,17,862.00
WBMAD/ULB/ RSM/540/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Upgradation of road from H/O Anupam Joddar to H/O lakshmi sardar at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Poling Station- 155, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,89,000.00
WBMAD/ULB/ RSM/542/25-26/ 2nd Call Dated 31.10.2025	Upgradation of Existing Brick Pavement to Concrete Road from Police Gate H/O Rishi Sardar to H/O Kamal Hani at Ward No - 18 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 155 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,21,038.00
WBMAD/ULB/ RSM/544/ 25-26/2nd Call Dated 31.10.2025	Upgradation of Existing Brick Pavement to Concrete Road from H/O Ram Bhattacharya to H/O Nilanta Chakraborty at Gurucharan Ghosh Street at Ward No - 18 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 155 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,29,515.00

Bid Submission end date: **22.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-50 of 2025-2026 Dated 31.10.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1225/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Debdas Kalsha towards Anita Mondal V/A Mohan Biswas at Vidyasagar Pally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 100 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 7,74,353.00
WBMAD/ULB/ RSM/1226/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Haran Mondal towards Swapan Das at Chanditala Park in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 103 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,77,403.00
WBMAD/ULB/ RSM/1239/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Shekar Sardar to H/O Sudhanya Naiya in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-35, (Proposal Serial No.-3) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,90,513.00
WBMAD/ULB/ RSM/1240/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of RCC Slab Casting Repair Drain With Slab from Sonargaan 1No Gate towards H/O Sudhanshu Shekar Ghosh at Sarada Park in Ward No.-08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-318, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,33,590.00
WBMAD/ULB/ RSM/1241/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Shital Sardar to H/O Biswajit Das in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-132, (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,29,977.00
WBMAD/ULB/ RSM/1242/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Cover drain from Nirmal Kaila towards Pulin Nandi at Milanpally in Ward No.- 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name - A.P.A.S., Booth No - 75 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 7,93,558.00
WBMAD/ULB/ RSM/1243/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Dasarath Mallik to H/O Tapas Majumdar in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-126,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,78,404.00
WBMAD/ULB/ RSM/1244/ 25-26 Dated 01.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain From New Diyara Gril Factory to H/O Narul Khan via Nattya Bhumi in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-38, (Proposal Serial No.-02),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,79,353.00
WBMAD/ULB/ RSM/1246/ 25-26 Dated 01.11.2025	Construction of brick pavement from h/o nani gopal das towards milan das and h/o deb kumar towards shambhu mishra in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Apas, Booth No.-179 (Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,35,525.00

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1205/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Student's Academy School to H/O Bijan Saha (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 254 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,98,937.00
WBMAD/ULB/ RSM/1206/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Bipin Das to H/O Rina Biswas (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 254 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,82,623.00
WBMAD/ULB/ RSM/1207/25-26 Dated 31.10.2025	For Repair & Upgradation Work of Drain Repair from H/O Gita Adhikary towards Laksmi Halder at Krishna Mandir Math in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-318,(Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,61,607.00

Bid Submission end date: **20.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1221/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Uttam Purkait towards Babulal Debnath at Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 108 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,06,978.00
WBMAD/ULB/ RSM/1222/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Palash Kundu towards Lakhsman Sarkar at Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 108 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,62,394.00
WBMAD/ULB/ RSM/1223/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Pradip Jana towards Manik Majumder at Kalibari Road in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 108 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,08,261.00
WBMAD/ULB/ RSM/1224/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Bidhes Bhuiya towards Ramesh Gharami at Buribattala in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 100 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,03,461.00
WBMAD/ULB/ RSM/1245/25-26 Dated 01.11.2025	Construction of Brick Pavement road from h/o Ajoy Gopal towards H/O Arun Bhattacharya via H/O Santa Sarkar & H/O Mishu Rudra Paul towards H/O Krishna Paswan via Nityananda Das at Ward No-24 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 179, Proposal SL No- 1 , within 147 Sonarpur Dakshin..	Rs. 4,44,830.00
WBMAD/ULB/ RSM/1247/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road From Harinarayan Debnath's House Towards Palash Debnath's House In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 177, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,94,251.00 s. 4,78,239.00
WBMAD/ULB/ RSM/1248/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road From Pradip Chowdhury's House Towards Bypass Link In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 177, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1209/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of concrete road from Amitava Chakraborty house to N.S.C Bose road link in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 153, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,18,852.00
WBMAD/ULB/RSM/1210/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of Drain from Mahesh Bhunia house to Shyamal Majumder house and Amitava Chakraborty to N.S.C Bose Road in Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 153, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,54,231.00
WBMAD/ULB/RSM/1211/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of road Radhakrishna Mandir to Sharmistha Raha house at Shibnath Sastri road in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 153, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,18,852.00
WBMAD/ULB/RSM/1212/25-26 Dated 31.10.2025	Upgradation of Drain from Shimi Chakraborty house to N.S.C Bose Road link at N.S.C by Lane in Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 153, Proposal SL No- 4 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,88,230.00
WBMAD/ULB/RSM/1213/25-26 Dated 01.11.2025	Construction of Road Covered Surface Drain from Diamond electric near infrom of park to Joya Majumder house In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 143, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 4,72,508.00
WBMAD/ULB/RSM/1214/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from Shyamal Bose House to Badal Sardar house in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-143(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C..	Rs. 1,24,599.00
WBMAD/ULB/RSM/1215/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from Rabin Sarkar to Malay Das house in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-143(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 2,84,668.00
WBMAD/ULB/RSM/1216/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Biren Ghosh towards H/O Nemai Mondal & Bashalipara Bye Lane Connector towards H/O Sailen Barman in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 166, Proposal SL No-2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,78,247.00
WBMAD/ULB/RSM/1217/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Surface drain from H/O Indranath Chakraborty towards R.N.T Road Bye Lane via Anunath in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-166, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,61,841.00
WBMAD/ULB/RSM/1218/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Bituminous Road From Jayanta Banerjee House towards Jahar Sharma & Sabita Sarkar in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 184, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,91,807.00
WBMAD/ULB/RSM/1219/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from Santosh Mitra towards Mrinal Bhattacharya in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-184(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,93,220.00
WBMAD/ULB/RSM/1220/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Bituminous Road From Kanti Das towards Bablu sing & Ashok Das to Shyam Das in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 184, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,95,398.00
WBMAD/ULB/RSM/1227/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Debu Prasad to H/O Dipu Barman para in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-35, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,88,790.00
WBMAD/ULB/RSM/1228/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Munna Sahu to H/O Indrajit Panday in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-35, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,00,593.00
WBMAD/ULB/RSM/1229/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate For Upgradation of Concrete Road From Karna Sardar House Towards Bablu Harder & Roopchand Halder Towards Nemai Halder's House In Ward No-21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station-135, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,12,289.00
WBMAD/ULB/RSM/1230/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate For Upgradation of Concrete Road From Lankeswar Chakraborty's House Towards Buddhadev Halder's House In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 135, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,70,586.00
WBMAD/ULB/RSM/1231/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of I.C.D.S Centre at Vivekananda Club In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 135, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,29,577.00
WBMAD/ULB/RSM/1232/25-26 Dated 01.11.2025	Estimate For Upgradation of Concrete Road From Kali Mandir Towards Pradip Naiya, Ganesh Purkait Towards Narayan Banik, Sahadev Roy Towards Bhaskar Dey In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 135, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,91,736.00
WBMAD/ULB/RSM/1233/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Concrete Road from Swapan Purkait Towards Kalu Hait , Tapas Chatterjee Towards Bablu Roy In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 135, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,75,689.00
WBMAD/ULB/RSM/1235/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Sambhu Pal towards H/O Gopal Das in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,29,705.00
WBMAD/ULB/RSM/1236/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Bablu Halder towards H/O Lakhan Das in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,83,764.00
WBMAD/ULB/RSM/1237/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Bablu Halder towards H/O Lakhan Das in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,83,764.00
WBMAD/ULB/RSM/1238/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Goutam Chakraborty towards H/O Nani Koyal in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,75,646.00

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

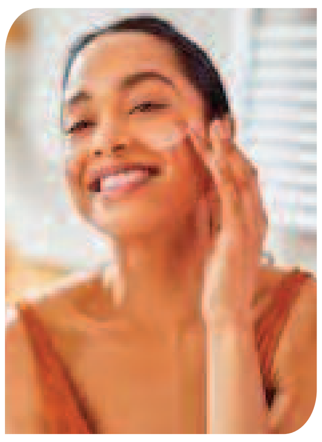

আরোগ্য

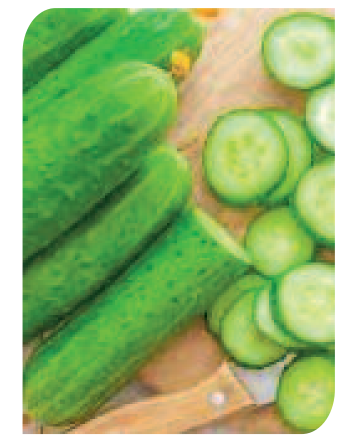

রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে শসা শরীরের টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে

খাওয়ার পর শেষ পাতে কয়েক টুকরো শসা না খেলে আপনার হয় না। কিংবা মুড়িরে সঙ্গে শশাকুচি না মেখে খেলে আপনার মুখে কিছুই রোচেই না। মনে হয় যেন জীবনটা বৃথা। জানেন কি এই সস্তার পুষ্টিকর খাবারে শুধু পুষ্টিই নয় লুকিয়ে আছে রূপটানেরও নানা হালহদিশ।

কেন শসাকে বলা হয় সুপারফুড

এককথায় শসা হল সুপারফুড। ভিটামিন কে, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ শসা পুষ্টিগুণে ভরপুর। শসায় আছে অ্যান্টিইনফ্লেমটরি ফ্ল্যাভোনল ফিসেটিন যা মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। শসার ৯৫ শতাংশ জলে পরিপূর্ণ। শসায় আছে প্রচুর জল যা সাধারণ পানীয় জলের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর। তাই শসা শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শসা। শসায় আছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তোলে।

শসায় আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার যা অন্ত্র, পাকস্থলীকে ভালো রাখে। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা দূর করে। ডায়াবেটিস আর হাই কোলেস্টেরলের সমস্যাও দূরে রাখে। খাই খাই ভাব কমায়। প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকায় ওজন ঠিক রাখে।

শসায় ক্যাম্ফেরল, এপিজেনিন, লিউটিওলিনের মতো এসেন্সিয়াল অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকায় শরীরে ফোলা ভাব কমে। ঠিকমতো রাতে ঘুম না হলে চোখের তলায় কালি পড়ে। ডার্ক সার্কেল, চোখের ফোলা ভাব কমায় শসা। ত্বকের দাগ-সহ যাবতীয় সমস্যাও দূর করে শশা। অকালে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়াও রোধ করে। ত্বকের আর্দ্রতা ঠিক রাখে। ত্বকের পাশাপাশি চুলের বৃদ্ধির জন্যও উপকারী শশা। চুল পড়া আটকায়। আধ কাপ শসায় আছে ৮ গ্রাম ক্যালরি, ০.১ মিলিগ্রাম ফ্যাট, ১ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, প্রোটিন, পটাসিয়াম, বিটা ক্যারোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন কে ও সি, ফোলেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন। শসা শরীরে জল আর সোডিয়ামের ভারসাম্য ঠিক রাখে। ১০০ গ্রাম শসায় মেলে ১৫০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম ও ২ মিলিগ্রাম সোডিয়াম। পর্যাপ্ত ঘুমের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ম্যাগনেসিয়াম। তাই ঘুমের পরিমাণ ঠিক রাখে শসা। নিদ্রাহীনতার সমস্যা দূর করে শশা। লিভার থেকে টক্সিন বের করে দেয় শসা। হার্টের জন্য সুপারফুড শসা। রক্তে পিএইচ ভারসাম্য ঠিক রাখে।

ঘরোয়া উপায় শসার রস লাগানোর এসব পদ্ধতি অবলম্বনে করলেই সহজেই মিলবে ঝকঝকে ত্বক। জেনে নিন কী সেই ঘরোয়া উপায়?

১) চোখের তলায় কালি পড়েছে? অল্প শসার রস নিন। আস্তে আস্তে চোখের তলার লাগিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ রাখার পর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত শসার রস লাগালে কালো দাগ দূর হবে।

২) হাতে মুখে শসার রস লাগিয়ে রাখুন। তার পর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত করলে মিলবে ঝকঝকে ত্বক।

৩) মেচেতার দাগ দূর করতে শসার রসের জুড়ি মেলা ভার।

৪) সূর্যের আলোয় ত্বক পুড়ে গিয়ে লাল হয়ে গেলে শসার রস লাগালে উপশম মিলবে।

৫) চোখের ফোলা ভাব দূর করতে চোখের উপর পাতলা শসার টুকরো রাখুন। শসায় থাকা অ্যাসরবিক অ্যাসিড চোখের ফোলা ভাব দূর করতে সাহায্য করে।

৬) শসার রস টোনারেরও কাজ করে। লেবুর রস, অ্যালোভেরা, মধু, শশার রস, ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিয়মিত লাগালে মিলবে ঝকঝকে ত্বক।

৭) ব্রণ-র দাগ দূর করে শসার রস।

৮) ডাবের জলের সঙ্গে শসার রস মিশিয়ে লাগালে মিলবে উজ্জ্বল ত্বক।

তাই আর দেরি নয় এখনই মুখে হাতে লাগান শসার রস।

রাতে ঘুমোনোর আগে চুল আঁচড়ে নিন, তালুতে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়

বাড়ি হোক কিংবা অফিস, সারাদিন কর্মব্যস্ততার জন্য অনেকেই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ভুলে যান। সেটা হল, চুল না আঁচড়ে ঘুমোতে চলে যাওয়া। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চুল আঁচড়ানোর অনেক স্বাস্থ্যকর দিক আছে। আসুন দেখে নিই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চুল আঁচড়ালে কী কী উপকার হয়

১) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চুল ভালো করে আঁচড়ালে মাথার তালুতে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। চুল গোড়া থেকে মজবুত হয়। চুল তাড়াতাড়ি বাড়ে। চুলের ডগা ফাটা রোধ হয়। নতুন চুল গজায়।

২) চুলে খুশকির সমস্যা থাকলে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চুল আঁচড়ালে মাথার তালুতে ও চুলে জমা হওয়া ময়লা পরিষ্কার হয়। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব কমে। খুশকির সমস্যা দূর হয়।

৩) রাতে ভালো করে চুল আঁচড়ালে মাথার তালুর স্নায়ু রিল্যাক্স হয়। চুল মজবুত হয়। চুলের ঘনত্ব বাড়ে।

৪) রাতে চুল ভালো ভাবে আঁচড়ালে মাথার তালুতে থাকা তেল চুলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চুলের ঔজ্জ্বল্য ফেরে। মলিন চুলে প্রাণ ফেরে।

৫) রাতে চুল ভালো করে আঁচড়ালে মাথায় ভালো করে ম্যাসাজ হয়। সারাদিনের ক্লান্তি ভাব কমে যায়। রাতে ভালো ঘুম হয়।

রাতে চুলের রুটিন

১) চুল রাতে আঁচড়ালেই হবে না। চুল ভালো করে বেঁধে নিন। খোলা চুলে ঘুমোতে যাবেন না।

২) সুতির নয় সিল্কের বালিশের ঢাকা ব্যবহার করুন। এতে চুল আর বালিশের ঢাকার ফেব্রিকের মধ্যে ফ্রিকশন কম হয়। চুল কম ঝরে।

৩) ভিজে চুলে ঘুমোতে যাবেন না। চুল নরম হয় তখন। চুলে ময়লা আটকায় বেশি করে।

৪) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাথা হালকা হাতে ম্যাসাজ করবেন।

দইয়ের ছোঁয়ায় ঝকঝকে উজ্জ্বল চুল ও ত্বক

মিষ্টিপ্রেমী বাঙালি মিষ্টির পাশাপাশি টক দইয়েরও ভক্ত। পুষ্টির পাওয়ার হাউজ হল দই। ল্যাকটিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ দই চুল ও ত্বকের পরিচর্যায় দারুণ উপকারী। ত্বকের মরা কোষ দূর করে ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে দই। ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্রতা জোগায়।

উজ্জ্বল, নরম, মসৃণ ত্বক পেতে দই দিয়ে তৈরি করুন প্রাকৃতিক নানান ফেসপ্যাক

১) টক দই ও হলুদের ফেসপ্যাক হলুদে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল ও অ্যান্টিইনফ্লেমটরি গুণ। টক দই ও হলুদ গুঁড়ো বা বাটা মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগান। ১৫-২০ মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে নিন। ত্বক উজ্জ্বল হবে। দাগছোপ দূর হয়।

২) টক দই ও মধুর ফেসপ্যাক ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে গেলে মুখে লাগান টক দই ও মধুর ফেসপ্যাক। কারণ, মধু প্রাকৃতিক ভাবে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। টক দই ত্বকে পুষ্টি জোগায়, ভেতর থেকে নরম ও মসৃণ করে। এক চামচ টক দই ও এক চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। শুষ্ক ও স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য আদর্শ।

৩) টক দই ও ওটমিল গুঁড়োর ফেসপ্যাক ওটমিল গুঁড়ো ত্বকের মরা কোষ দূর করতে সাহায্য করে। টক দই ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এক চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চামচ ওটমিল গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। হালকা ম্যাসাজ করুন। ১০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে নিন মুখ। ক্লান্ত, মলিন ত্বকে এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে ফিরবে হারানো মসৃণতা ও জেল্লা।

৪) টক দই ও লেবুর রস মিশিয়ে ফেসপ্যাক মুখে লাগান ত্বকের দাগছোপ দূর করতে। টক দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের দাগছোপ দূর করে, স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনে। ২ চামচ টক দইয়ে এক চামচ লেবুর রস মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে নিন।

৫) টক দই ও বেসন গুঁড়ো মেশানো ফেসপ্যাক স্কিনটোন মসৃণ করতে ও ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে সাহায্য করে টক দই ও বেসন গুঁড়ো মেশানো ফেসপ্যাক। ২ চামচ টক দই ও এক চামচ বেসন গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ত্বক উজ্জ্বল হবে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ ফেসপ্যাক।

টক দই শুধু ত্বকের সমস্যাই দূর করে না। ভিটামিন সি, ফ্যাট ও সাইট্রিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ টক দই মিশিয়ে মাথার তালুতে লাগালে চুল গোড়া থেকে মজবুত হয়। অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ থাকে বলে টক দই চুলে ও মাথার তালুতে ছত্রাকের সংক্রমণ আটকায়। সপ্তাহে একদিন চুলে ও মাথার তালুতে টক দই লাগাবেন। মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন।

কেন চুলে টক দই লাগাবেন

১) টক দইয়ে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ থাকে বলে খুশকির সমস্যা দূর করে। সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার তালু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়।

২) চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে গেলে টক দই লাগান। টক দই প্রাকৃতিক কন্ডিশনার ও ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করেন। চুল নরম ও মসৃণ হয়। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে।

৩) টক দইয়ে বায়োটিন ও দস্তা থাকে বলে চুল গোড়া থেকে মজবুত করে। চুল পড়া আটকায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে বলে টক দই মাথার তালুতে থাকা মরা কোষ এবং ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক দূর করে।

তেজ প্রতাপের তোপ: ভাই তেজস্বী ও অখিলেশকে একযোগে আক্রমণ

পটনা, ২ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ শুরু হতে আর মাত্র চার দিন বাকি। রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠায় সব দলই প্রচারে নতুন গতিবেগ যোগ করছে। এই সময় জনশক্তি জনতা দল (জেজেডি) সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় একাধিক ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। মোকামার স্বতন্ত্র প্রার্থী অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তেজ প্রতাপ বলেন, 'যাদের বিরুদ্ধে এত অপরাধমূলক মামলা আছে, তাদের আইনের মুখোমুখি হতেই হবে।'

তিনি জানান, পুলিশের এই পদক্ষেপ আইনসঙ্গত এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের আইনি সীমার মধ্যে রাখাই ন্যায়সঙ্গত। উল্লেখ্য, অনন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে অপহরণ পর্যন্ত ৭০টিরও বেশি মামলা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টানা রোডশো নিয়েও তিনি প্রতিক্রিয়া জানান। বলেন, তনির্বাচনের সময় সবাই প্রচারে আসেন, এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। মানুষ সবকিছু দেখছে।দ গত দুই দিনে পাটনা, গয়া ও মুজাফফরপুরে মোদির শোভাযাত্রায় ব্যাপক জনসমাগম দেখা গেছে। তেজস্বী যাদবের '১৮ নভেম্বর আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেব' মন্তব্যে তেজ প্রতাপ কটাক্ষ করে বলেন, 'সরকার এখনও গঠিত হয়নি, বললেই সরকার হয় না। জনগণের ম্যান্ডেটই আসল।' হাসতে হাসতে ভাইয়ের আত্মবিশ্বাসে খোঁচা দিয়ে তিনি যোগ করেন, 'শুধু কথা বললেই সরকার গড়া যায় না।'

সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের বক্তব্য; 'নিতীশ কুমার শুধু নির্বাচনী বর'; নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় তেজ প্রতাপ বলেন, 'ওঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই, যিনি এক সময় সংবাদ সম্মেলনে ঢোকার জন্য প্রাচীর টপকেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়?দতেজ প্রতাপ তাঁর নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মহনারে তাঁর প্রচারসভায় পাথর ছোড়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে নিরাপত্তা চাইছি। এই হামলার পেছনে বিরোধীদের হাত থাকতে পারে, কিংবা কোনো বিশ্বাসঘাতকের।' তিনি ফের দলের ভেতরেই 'জয়চন্দ'-এর উপস্থিতি ইঙ্গিত করেন, যা আসলে তাঁর জোটসঙ্গী কিছু নেতার প্রতি পরোক্ষ আক্রমণ।

উল্লেখ্য, তেজ প্রতাপ ২০২৪ সালে আরজেডি থেকে আলাদা হয়ে নিজের দল 'জনশক্তি জনতা দল' গঠন করেছিলেন এবং মহাগঠবন্ধন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর দল এবার ১২টি আসনে একা লড়ছে, যার মধ্যে লালু যাদবের গড় হাজিপুরও রয়েছে। নির্বাচনী হলে ঘোষণা অনুযায়ী ৬ নভেম্বর প্রথম দফার ভোটে ৭১টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। পাটনা সাহিব, মোকামা ও হাজিপুর এই পর্বের হটসিট।

তেজস্বীর অহংকার ভালো নয়, মোদী ও নিতীশই বিহারের ভবিষ্যৎ: চিরাগ

পটনা, ২ নভেম্বর: মোকামা হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনীতিতে নতুন হইচই পড়ে গেছে বিহারে। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছিলেন যে এনডিএ সরকার অপরাধীদের আশ্রয় দিচ্ছে। সেই বক্তব্যের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান কঠোর প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর কথায়, 'যদি সরকার সত্যিই অপরাধীদের রক্ষা করত, তবে শনিবার রাতে যা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা সম্ভবই হতো না।'

চিরাগের মতে, মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের নীতি স্পষ্ট , কেউ অপরাধ করলে তাকে রেহাই দেওয়া হয় না, আবার কোনও নির্দোষকেও ফাঁসানো হয় না। তিনি আরও বলেন, 'ঘটনাটি দুঃখজনক, কিন্তু তদন্ত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই চলছে। যে দোষী সাব্যস্ত হবে, তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।'

তেজস্বীর মন্তব্যে যে ১৮ নভেম্বর তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, সেই প্রসঙ্গে চিরাগ পাল্টা কটাক্ষ করেন, 'এত আত্মতুষ্টি ঠিক নয়। মানুষ আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছে কি না, প্রথমে সেটাই দেখুন।'

তেজস্বীর মন্তব্য যে মহাগঠবন্ধনের সরকার এলে সব অপরাধী খরমাসের আগেই জেলে যাবে, সেই প্রসঙ্গে চিরাগ বলেন, 'আমরা খরমাসের অপেক্ষায় বসে নেই। তদন্ত শেষ হলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদের সরকার কখনও দোষীদের আড়াল করে না।'

চিরাগ দাবি করেন যে এইবার এনডিএ একতাবদ্ধ, তাই আগের তুলনায় অনেক বেশি আসন পাবে। তাঁর মতে, 'আগে জোটে বিভাজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সরকার গঠন করতে পেরেছিলাম। এবার আমরা একসাথে আছি, তাই জয় আরো নিশ্চিত।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টানা রোডশো নিয়েও তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যখন আসেন, মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও বিশ্বাস বাড়ে। এটা প্রমাণ করে মানুষ 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের ওপর আস্থা রাখছে।' চিরাগ আরও যোগ করেন, 'নরেন্দ্র মোদি ও নিতীশ কুমারের সমন্বিত নেতৃত্বই আগামী পাঁচ বছরে বিহারকে উন্নতির নতুন যুগে নিয়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য এই সময়কে বিহারের 'সোনালি অধ্যায়' করা।'

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থীদের পক্ষে গত কয়েকদিন প্রচার চালালেন বিজেপি নেতা ও ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার ভোজপুর জেলার শাহপুর বিধানসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী রাকেশ ওঝার সমর্থনে প্রচার করলেন তিনি।